বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা চিন্তাপ্রসূত প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি সর্বপ্রথম পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের স্রোতমূলধারায় আনয়ন ও ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে ০৯ আগস্ট খ্রি. তারিখে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে এক সুধী সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য একটি পৃথক বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৬ তারিখে নোটিফিকেশন মূলে ১৯৭৬ সালে জারিকৃত ৭৭ নং অধ্যাদেশ বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের কর্মকান্ডকে অধিকতর টেকসই, গতিশীল ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ পাশ হয়। বর্তমানে এ আইনের ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

ভিশন:

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম (Developed and Prosperous Chittagong Hill Tracts)।

মিশন:

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন উন্নয়ন
- গুণগত শিক্ষার মান বৃদ্ধি লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারণ
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে কৃষি সহায়তা সম্প্রসারণ
- আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ
- সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন
- টেকসই সামাজিক সেবা প্রদানে মাধ্যমে মা ও শিশু কল্যাণ
- দাপ্তরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও উন্নতিকরণ।

বোর্ডের কার্যাবলী ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনচাহিদার ভিত্তিতে নিম্নরূপ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে ঃ-

১। পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা, আয়তন ও অনগ্রসরতা বিবেচনাপূর্বক পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন

প্রকল্প ও স্কিম প্রণয়ন;

২। পার্বত্য জেলাসমূহের উপজেলা সদর, ইউনিয়ন ও গ্রামসমূহে অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার প্রকল্প ও স্কিম অনুমোদন;

৩। অনুমোদিত প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি;

৪। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক বা কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প ও স্কিম বাস্তবায়ন;

৫। উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রকল্প/সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হলেন চেয়ারম্যান যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত। ভাইস-চেয়ারম্যান হলেন সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগকৃত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, বর্তমানে তিনি (অতিরিক্ত সচিব) পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। চারজন সার্বক্ষণিক সদস্যের (সদস্য প্রশাসন, সদস্য-পরিকল্পনা, সদস্য অর্থ ও সদস্য-বাস্তবায়ন) উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। তবে বর্তমানে সদস্য বাস্তবায়ন (যুগ্মসচিব) পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা এবং সদস্য পরিকল্পনা উপসচিব পদমর্যাদায় কর্মরত আছেন। তবে সদস্য অর্থ ও সদস্য প্রশাসন পদ দুটি শূন্য রয়েছে।। নিম্নে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ছক আকারে দেখানো হলো:

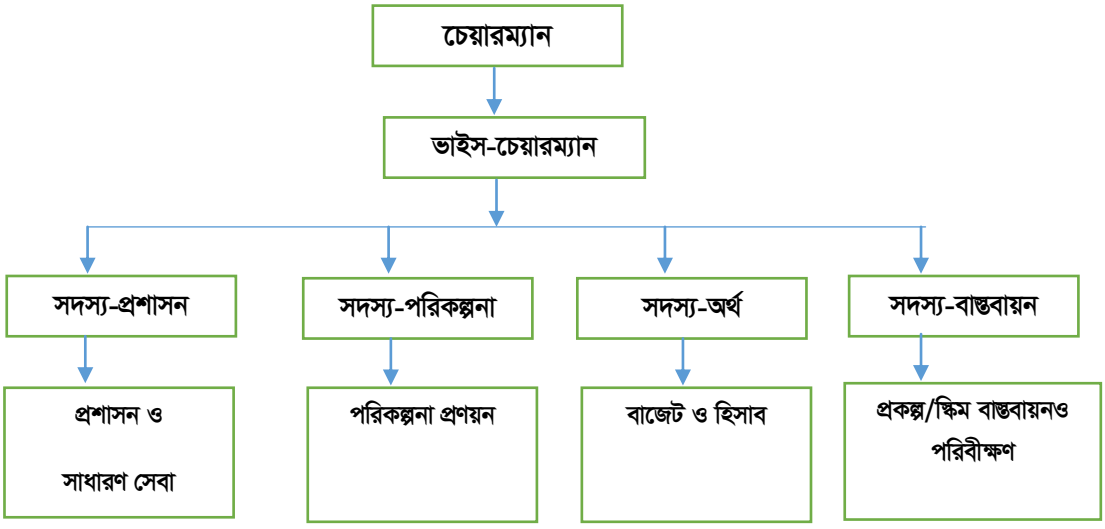

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমূহ:

পরিচালনা বোর্ড (১৪ সদস্য বিশিষ্ট)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড হচ্ছে সর্বোচ নীতি-নির্ধারণী বোর্ড। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ মোতাবেক পরিচালনা সদস্য সংখ্যা ১৪ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০১৪ অনুসারে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি করে পরিচালনা বোর্ড সভা আয়োজনে বাধ্যবাধকতা আছে। এ সভায় বোর্ডের বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি ও মূল্যায়নসহ বোর্ডের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ৮ ধারার অনুবলে গঠিত ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:-

- চেয়ারম্যান
- ভাইস-চেয়ারম্যান
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি
- সদস্য-প্রশাসন (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-পরিকল্পনা (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-বাস্তবায়ন (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-অর্থ (সার্বক্ষণিক)
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি
- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে একজন করে প্রতিনিধি
- জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি (পদাধিকারবলে)
- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি (পদাধিকারবলে)
- জেলা প্রশাসক, বান্দরবান (পদাধিকারবলে)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড সভা

ক্রম	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
০১	২৯/০৯/২০২২	পরিচালনা বোর্ড সভা ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ১ম সভ	বোর্ড রুম, প্রধান কার্যালয় রাঙ্গামাটি	জনাব নিখিল কুমার চাকমা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
০২	২৯/০১/২০২৩	পরিচালনা বোর্ড সভা ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ২য় সভা	বোর্ড রুম, প্রধান কার্যালয় রাঙ্গামাটি	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
০৩	০৩/০৫/২০২৩	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০২১-২২ অর্থ বছরের ৩য় সভা	বোর্ড রুম, প্রধান কার্যালয় রাঙ্গামাটি	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
০৪	২৯/০৫/২০২৩	পরিচালনা বোর্ড সভা ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ৪র্থ সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ, প্রধান কার্যালয় রাঙ্গামাটি	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পরামর্শক কমিটি:

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ১১ ধারা মতে গঠিত ১৬ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
- তিন সার্কেল চীফ অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে হেডম্যান (সার্কেল চীফের সুপারিশক্রমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩ (তিন) জন সদস্য (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে)

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভা

১ম পরিচালনা বোর্ড সভা

অদ্য বেলা ১১ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড 'পরিচালনা বোর্ড' এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ১ম সভা রাঙ্গামাটিস্থ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (সচিব পদমর্যাদা) জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

সভার আলোচ্য বিষয়

আলোচ্য সূচী হলো-(১) গত ৩০/০৫/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা; (২) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা; ০৩) বিবিধ।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা বক্তব্যের শুরুতে পার্বত্য চট্টগাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ, বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকগণসহ বোর্ডের অন্যান্য উধ্বর্তন কর্মকর্তাসহ উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য প্রশাসন ইফতেখার আহমেদ (যুগ্মসচিব) বিগত পরিচালনা বোর্ড বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

অতঃপর পর্যাক্রমে বোর্ডের আওতাধীন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ কোড নং ২২১০০১১০০, ২২০০০৯০০ এর আওতাধীন প্রকল্প/স্কিম এবং বোর্ডের আওতাধীন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রি. পর্যন্ত সময়ে সামগ্রিক বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। তিন পার্বত্য জেলার হেডম্যান কার্যালয় নির্মাণের অগ্রগতি, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, তিন পার্বত্য জেলায় সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ বাস্তবায়ন অগ্রগতি, তুলা চাষ, ইক্ষু চাষ এবং কফি ও কাজুবাদাম চাষ প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

উপস্থিতি:

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা, বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), জনাব ইফতেখার আহমেদ (যুগ্মসচিব) সদস্য প্রশাসন, সদস্য বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (উপসচিব),খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস, রাঙ্গামাটির পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব আশীষ কুমার সাহা এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য জনাব কাঞ্চন জয় তঞ্চঙ্গ্যা উপস্থিত ছিলেন।

২য় পরিচালনা বোর্ড সভা

২৯ জানুয়ারি ২০২৩খ্রি. রবিবার বেলা ১১ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড 'পরিচালনা বোর্ড' এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২য় সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রাঙ্গামাটিস্থ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

সভার আলোচ্য বিষয়

গত ২৯/০৯/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা; (২) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২০ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং (৩) বিবিধ।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় ৪ (চার) নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মংসুইপ্রু চৌধুরী অপু,পার্বত্য চট্টগাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ, বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকগণসহ বোর্ডের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য প্রশাসন ইফতেখার আহমেদ (যুগ্মসচিব) বিগত পরিচালনা বোর্ড বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

অতঃপর পর্যায়ক্রমে বোর্ডের আওতাধীন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণ কোড নং ২২০০১১০০, ২২০০০৯০০ এর আওতাধীন প্রকল্প/স্কিম এবং বোর্ডের আওতাধীন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ২০ জানুয়ারি ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত সময়ে সার্বিক বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। এসময় তিন পার্বত্য জেলার হেডম্যান কার্যালয়ের নকশা প্রস্তুতকরণ অগ্রগতি, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, তিন পার্বত্য জেলায় সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ বাস্তবায়ন অগ্রগতি, আইসিটি প্রকল্প, সূর্যমুখী প্রকল্প, ভুট্টা চাষ প্রকল্প, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, রুমা-রোয়াংছড়ি প্রকল্প, সোনাখালের উপর পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ, তুলা চাষ প্রকল্প, ইক্ষু চাষ প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের অগ্রগতি এবং কফি ও কাজুবাদাম চাষ প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উপস্থিতি:

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মংসুইপ্রু চৌধুরী, বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, এনডিসি (যুগ্মসচিব); জনাব ইফতেখার আহমেদ (যুগ্মসচিব) সদস্য প্রশাসন, রাঙ্গামাটির পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ সহিদুজ্জামান, সদস্য বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (উপসচিব), সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব), বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য জনাব কাঞ্চন জয় তঞ্চঙ্গ্যা উপস্থিত ছিলেন।

৩য় পরিচালনা বোর্ড সভা

৩ মে ২০২৩খ্রি. বুধবার বেলা ১১ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড 'পরিচালনা বোর্ড' এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩য় সভা বোর্ডের রাঙ্গামাটিস্থ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

সভার আলোচ্যসূচী

গত ২৯/০১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা; (২) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২৫ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং (৩) বিবিধ।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচানা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে বৈসাবি ও ঈদের শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য প্রশাসন মোঃ জসীম উদ্দিন বিগত পরিচালনা বোর্ড বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

অতঃপর পর্যাক্রমে বোর্ডের আওতাধীন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণ কোড নং ২২০০১১০০, ২২০০০৯০০ এর আওতাধীন প্রকল্প/স্কিম এবং বোর্ডের আওতাধীন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ২৫ এপ্রিল ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত সময়ে সার্বিক বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। এসময় তিন পার্বত্য জেলার হেডম্যান কার্যালয়ের নকশা প্রস্তুতকরণ অগ্রগতি এবং আইসিটি প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

চেয়ারম্যান বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন ও স্মার্ট সোসাইটি তৈরী করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করছে। পার্বত্যাঞ্চলের বেকার যুবক-যুবমহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নেও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে কাজ করছে এবং উচ্চতর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে অনেকে ফিল্যান্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আগামীতে তিন পার্বত্য জেলায় আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হবে। এতে বেকার যুবক-যুবমহিলা আইসিটিতে দক্ষতা অর্জন করবে এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে।

উপস্থিতি:

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি মোঃ হুজুর আলী (যুগ্মসচিব), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ সহিদুজ্জামান, সদস্য বাস্তবায়ন মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (উপসচিব), বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি কাঞ্চন জয় তঞ্চগ্যা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি বিপুল ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি শুভ মঙ্গল চাকমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

৪র্থ পরিচালনা বোর্ড সভা

২৯ মে ২০২৩খ্রি. সোমবার বেলা ১১ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড 'পরিচালনা বোর্ড' এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৪র্থ সভা বোর্ডের রাঙ্গামাটিস্থ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

সভার আলোচ্য সূচী

গত ০৩/০৫/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা; (২) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২০ মে ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা (৩) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ২২১০০০৯০০ এবং ২২১০০১১০০ এর প্রকল্প/স্কীম বাছাই ও অনুমোদন; (৪) বিবিধ।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য প্রশাসন ও সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন সভাটি সঞ্চালনা করেন এবং বিগত পরিচালনা বোর্ড ৩য় সভার সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। অতঃপর তিনি বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ২২১০০১১০০ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতাধীন প্রকল্প/স্কিমের ২০ মে ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে অনুরোধ জানান।

এছাড়া বোর্ডের আওতাধীন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকগণ ২০ মে ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত সময়ে সার্বিক বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। এসময় তিন পার্বত্য জেলার হেডম্যান কার্যালয়ের গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি, আইসিটি প্রকল্পের অগ্রগতি, টেকসই সামাজি সেবা প্রদান প্রকল্পের অগ্রগতি, কৃষি ভিত্তিক তুলাচাষ বৃদ্ধি, সুগারক্রপ চাষাবাদ, কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ, রাঙ্গামাটি সেচ ড্রেইন নির্মাণ, খাগড়াছড়ি বিভিন্ন উপজেলার সেচ ড্রেইন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প এবং খাগড়াছড়ি সদর মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ, বান্দরবান পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভা জলাবদ্ধতা দূরীকরণে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ, সোলার হোম সিস্টেম বিতরণের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে প্রকল্প পরিচালকগণ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

উপস্থিতি:

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি মোঃ আলাউদ্দিন চৌধুরী (উপসচিব), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ সহিদুজ্জামান, সদস্য বাস্তবায়ন মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (উপসচিব),সদস্য প্রশাসন ও সদস্য পরিকল্পনা মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি বিপুল ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি শুভ মঙ্গল চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরামর্শক কমিটির সভা

ক্রম	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১	২৮/০৫/২০২৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা(কাড নং-২২১০০১১০০)এর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য নতুন স্কিম/প্রকল্প বাছাই	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ, পা.চ.উ. প্রধান কার্যালয়, রাঙ্গামাটি।	জনাব নিখিল কুমার চাকমা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

পরামর্শক কমিটির সভা

২৮ মে, ২০২৩ খ্রি. রবিবার বেলা ১১.০০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পরামর্শক কমিটির সভা বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব নিখিল কুমার চাকমা, মাননীয় চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। সঞ্চালনা করেন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব)।

সভার আলোচ্য বিষয়

২৬/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন; পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য নতুন স্কিম/প্রকল্প বাছাইকরণ এবং বিবিধ।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তরের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়নযোগ্য নির্ধারিত স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ছাড়া বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে তিন পার্বত্য জেলায় দুর্গম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মধ্যো বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প অন্যতম। যা আগামী ৩০ জুন. ২০২৩ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলার দুর্গম এলাকার বিদ্যুৎ সুবিধার বঞ্চিত মানুষ সোলার হোম সিস্টেম পেয়ে অন্ধকার থেকে আলোকিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প, সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ প্রকল্প ও তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার হতদারিদ্র কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করছে।

বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় বিগত বছরে স্কিমের বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্কিমের কার্যক্রম সুষ্ঠু সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দ স্ব স্ব এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তদারকি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান।

সদস্য পরিকল্পনা ও সদস্য প্রশাসন (অ.দা.) জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কারও এক ইঞ্চি জমিও যেন খালি পড়ে না থাকে। প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা অনুযায়ী বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় কৃষি খাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সেচ ড্রেইন নির্মাণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় বলেন যে, চাকমা সার্কেল আওতায় অনেকগুলো দুর্গম পাড়া রয়েছে। সেখানে বোর্ড কর্তৃক সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এসময় তিনি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মোকাবেলায় এলাকা ভিত্তিক ৩ ফসলী উদ্যান জাতীয় ফসল চাষাবাদ করার জন্য প্রকল্প গ্রহণের বিষয় মতামত তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি পার্বত্য এলাকার সম্ভাবনাময় নারী ও পুরুষ ক্রীড়াবিদ অন্বেষনে ক্রীড়া সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে প্রস্তাব তুলে ধরেন।

এসময় খাগড়াছড়ি'র মং সার্কেল চীফ জনাব সাচিং প্রু চৌধুরীসহ উপস্থিত পরামর্শক কমিটি'র সদস্যগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রসংশা করেন এবং বোর্ডের পরামর্শক কমিটি'র সদস্য হিসেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়া সভায় অন্যান্য পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দ সোলার হোম সিস্টেম বিতরণসহ কৃষি, স্বাস্থ্য সেবা, সড়ক যোগাযোগ, শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন আবেদন জানান।

উপস্থিতি

সভায় বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা, ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), সদস্য প্রশাসন ও সদস্য পরিকল্পনা মোঃ জসীম উদ্দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পরামর্শক কমিটি'র সদস্য রাঙ্গামাটির চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়, খাগড়াছড়ির মং সার্কেল চীফ রাজা সাচিংপ্রু চৌধুরী, ক্যজাই মারমা চেয়ারম্যান কলমপতি ইউনিয়ন পরিষদ, কাউখালী উপজেলা, ক্যঅংপ্রু মারমা চেয়ারম্যান ১নং রাজবিলা ইউনিয়ন পরিষদ বান্দরবান, মেমং মারমা চেয়ারম্যান ১নং গুইমারা ইউনিয়ন পরিষদ খাগড়াছড়ি, হ্লাথোয়াইহ্রী র্মামা হেডম্যান ৩১৬ নং বেতছড়া মৌজা রোয়াংছড়ি বান্দরবান, প্রিয় নন্দ চাকমা চেয়ারম্যান, সরোয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ, বাঘাইছড়ি রাঙ্গামাটি, সুরেশ মোহন ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি সদর এবং অমল কান্তি দাশসহ বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাসিক সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা

ক্রম	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
০১	**২৭/০৭/২০২২**	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
০২	২২/০৮/২০২২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
০৩	২৮/০৯/২০২২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
০৪	২৬/১০/২০২২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
০৫	২৮/১১/২০২২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

০৬	২৮/১২/২০২২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
০৭	৩০/০১/২০২৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
০৮	২৭/০২/২০২৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
০৯	২৮/০৩/২০২৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
১০	২৮/০৫/২০২৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
১১	২৫/০৬/২০২৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ	জনাব নিখিল কুমার চাকমা চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

গত মার্চ, ২০২২ খ্রি. মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব নিখিল কুমার চাকমা, মাননীয় চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এসময় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), সদস্য প্রশাসন জনাব ইফতেখার আহমেদ (যুগ্মসচিব), সদস্য বাস্তবায়ন মোহাম্মদ হারুন আর রশীদ (উপসচিব), সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব)সহ বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

গত মার্চ, ২০২২ খ্রি. মাসের মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব নিখিল কুমার চাকমা, মাননীয় চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এসময় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), সদস্য প্রশাসন জনাব ইফতেখার আহমেদ (যুগ্মসিচব), সদস্য বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (উপসিচিব), সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোঃ জসীম উদ্দিনসহ বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের সময়সূচি
০১	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা ১৪ জন ও কর্মচারী ২১ জনসহ মোট ৩৫ জন	৩১ আগস্ট ২০২২
০২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এপিএ-তে অন্তর্ভূক্ত সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা ১৫ জন ও কর্মচারী ২৫ জনসহ মোট ৪০ জন	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
০৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এপিএ-তে অন্তর্ভূক্ত সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা ১৬ জন ও কর্মচারী ২৪ জনসহ মোট ৪০ জন	১২ ডিসেম্বর ২০২২
০৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা ১০ জন ও কর্মচারী ২০ জনসহ মোট ৩০ জন	২৭ ডিসেম্বর ২০২২
০৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এপিএ-তে অন্তর্ভূক্ত সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা ১৩ জন ও কর্মচারী ২৭ জনসহ মোট ৪০ জন	২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
০৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এপিএ-তে অন্তর্ভূক্ত সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা ১৪ জন ও কর্মচারী ৩১ জনসহ মোট ৪৫ জন	০৬ জুন ২০২৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের আওতায় পরিচালিত প্রকল্পসমূহের জনবল (১ জুলাই ২০২২- ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রম	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের আওতাধীন প্রকল্পের নাম	বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা	মেয়াদ
১	২	৩	৪
	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১০৯টি	রাজস্ব খাত
১	টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প	২১৩টি	এপ্রিল ২০১৮- জুন ২০২৩ (১ম সংশোধন)
২	রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগী সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প	০৯টি	২০১১-২০২৪
৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প	১১জন	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৪
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ প্রকল্প	১৫জন	২০২১-২০২৫
৫	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (২য়-পর্যায়)	৩০জন	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৪
৬	পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	৮৬জন	জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর পরিচালন ব্যয় খাতের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জুন/২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত মাসের ব্যয় বিবরণী:

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বিভাজন অনুযায়ী ১ম-৪র্থ কিস্তিতে প্রাপ্তি	জুলাই/২২ হতে মে/২৩ মাসের ব্যয়	জুন/২৩ মাসের ব্যয়	সর্বমোট ব্যয়	স্থিতি
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
৩৬৩১১০১ -বেতন বাবদ সহায়তা							
বেতন বাবদ সহায়তা মোট =		২,৭৭,৫৬,০০০.০০	২,৭৭,৫৬,০০০.০০	২,৩০,৯৯,২৯৮.০০	৪৪,০২,১৭৯.০০	২,৭৫,০১,৪৭৭.০০	২,৫৪,৫২৩.০০
৩৬৩১১০২ ভাতাদি বাবদ সহায়তা							
ভাতাদি বাবদ সহায়তা মোট =		২,৬৫,৭৪,০০০.০০	২,৬৫,৭৪,০০০.০০	২,০৭,৬২,৪৩৩.০০	৫১,২৯,০৩৯.০০	২,৫৮,৯১,৪৭২.০০	৬,৮২,৫২৮.০০
৩৬৩১১০৩- পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা							
পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা মোট =		৪,১০,৭২,০০০.০০	৩,৮৮,৫২,০০০.০০	২,৩২,৫৮,৭০৩.০০	১,২৩,৫২,৯৭০.০০	৩,৫৬,১১,৬৭৩.০০	৩২,৪০,৩২৭.০০
৩৬৩১১০৮ গবেষণা অনুদান							
গবেষণা অনুদান মোট =		৩,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	০.০০	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০
৩৬৩১১০৪ পেনশন ও অবসর সুবিধ সহায়তা							
পেনশন ও অবসর সুবিধ সহায়তা মোট =		৩৭,৭৭,০০০.০০	৩৭,৭৭,০০০.০০	১৩,২৭,৭৯১.০০	২৪,০৯,০০৩.০০	৩৭,৩৬,৭৯৪.০০	৪০,২০৬.০০
৩৬৩১১৯৯ অন্যান্য অনুদান							
অন্যান্য অনুদান মোট =		৪০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০	৩৭,৮৪,৫৮৩.০০	৪০,৯৬৭.০০	৩৮,২৫,৫৫০.০০	১,৭৪,৪৫০.০০
৩৬৩২ মূলধন অনুদান							
৩৬৩২১০২ যন্ত্রপাতি অনুদান							
যন্ত্রপাতি অনুদান মোট =		৪,০০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০	২,৯৯,২৮৫.০০	৮৪,১৬৩.০০	৩,৮৩,৪৪৮.০০	১৬,৫৫২.০০
৩৬৩২১০৩ যানবাহন অনুদান							
যানবাহন অনুদান মোট =		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬৩২১০৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান							
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান =		২,৫০,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০	০.০০	২,৫০,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০	০.০০
৩৬৩২১০৬ অন্যান্য মূলধন অনুদান							
অন্যান্য মূলধন অনুদান মোট =		২,৫০,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০	২৮,৮৫০.০০	১,৩৬,৯৫০.০০	১,৬৫,৮০০.০০	৮৪,২০০.০০
মুলধন অনুদান মোট =		৯,০০,০০০.০০	৯,০০,০০০.০০	৩,২৮,১৩৫.০০	৪,৭১,১১৩.০০	৭,৯৯,২৪৮.০০	১,০০,৭৫২.০০
সর্বমোট =		১০,৪৩,৭৯,০০০.০০	১০,২১,৫৯,০০০.০০	৭,২৫,৬০,৯৪৩.০০	২,৪৮,৫৫,২৭১.০০	৯,৭৪,১৬,২১৪.০০	৪৭,৪২,৭৮৬.০০

২০২২-২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন এবং সমন্বিত রূপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরী। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলো শুদ্ধভাবে জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। এছাড়াও দাপ্তরিক কর্ম সম্পাদনে সর্বোত্তম নিষ্ঠা, সততা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা চর্চা কিংবা অনুশীলনের আভিধানিক অর্থই হচ্ছে শুদ্ধাচার। সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল গত ১৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভা বৈঠকে কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো দুর্নীতিকে নিরুৎসাহিত করা এবং নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার বিভিন্নভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জনগণের প্রতি স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ আচরণ নিশ্চিত করতে, দাপ্তরিক কাজে একে অন্যের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে টিম ওয়ার্ক করা এবং একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সরকারের সম্পদ যথাযথ ব্যবহার, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ এর অপচয় রোধ করা, অফিসের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকরণ শুদ্ধাচারের অংশ। এসব বিষয়ে সম্মক ধারণা লাভ ও চর্চার লক্ষ্যে শুদ্ধাচারের প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি থেকে প্রশিক্ষক/রিসোর্স পার্সনকে মনোনয়ন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে মাট ৩০ জন ইউনিট অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যঃ

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ে ধারণা প্রদান
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুসৃত শিষ্টাচার প্রতিপালন
- গণমুখী সেবা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়ে অবহিতকরণ
- দৈনন্দিন চাকুরির শৃঙ্খলা রক্ষা করা
- গতিশীল প্রশাসনের সহায়ক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা
- গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও লগ বই এর যথাযথ ব্যবহার
- অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা প্রদান

শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন বোর্ডের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব)। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সদস্য প্রশাসন জনাব ইফতেখার আহমেদ (যুগ্মসচিব), সদস্য বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (বর্তমানে যুগ্মসচিব), সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব) এবং বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে এনডিসি কোর্স-২০২৩ এর ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ জুন ২০২৩খ্রি. বুধবার বেলা ০৯.৩০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে এনডিসি কোর্স-২০২৩ এর ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের মতবিনিময় সভা বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ মাইনী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরুতে বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা এনডিসি কোর্স-২০২৩ ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান।

স্বাগত বক্তব্যে চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর সম্যক ধারণা লাভের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে ইন্টারনাল স্টাডি ট্যুর এ অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য টিম লিডারসহ সকল ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এসময় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, জীববৈচিত্র্য ও দুর্গমতা বিবেচনায় আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন, কৃষি, শিক্ষা, টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, গাভী পালন প্রকল্প, মিশ্র ফল চাষ, নারী ক্ষমতায়ন, আইসিটি, কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্প, সুগার ক্রপ প্রকল্প, তুলা চাষ প্রকল্প ও সোলার সিস্টেম প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও অত্র এলাকার দুর্গম জনপদ সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। এসময় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা মান্নোনয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), সদস্য বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (উপসচিব), সদস্য প্রশাসন ও সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব)সহ বোর্ডের উর্ধবতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসময় এনডিসি কোর্স-২০২৩ এর কোর্সের টিম লিডার এয়ার ভাইস মার্শাল (এভিএম) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, রিয়ার এডিএম মোহাম্মদ শাহজাহান, মেজর জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেন এবং মেজর জেনারেল মোঃ মোস্তগাউশুর রহমানসহ এনডিসি কোর্সের দেশ ও বিদেশী অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় শেখ রাসেল স্মৃতি নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা ২০২২ আয়োজন:

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৬ষ্ঠ বারের মতো **"শেখ রাসেল স্মৃতি নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা ২০২২"** রাঙ্গামাটির কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংলগ্ন কাপ্তাই লেকের অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব দীপংকর তালুকদার, এম.পি সভাপতি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং অনুষ্ঠানের গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমতাজ উদ্দিন, এনডিসি,পিএসসি; রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপার, জনাব মীর আবু তৌহিদ এবং জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান মহসীন রোমান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, বোর্ডের উপপরিচালক জনাব মংছেনলাইন রাখাইন, জনাব তুষিত চাকমা নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব কাইংওয়াই ম্রো, জনাব মোঃ নুরুজ্জামান বাজেট ও অডিট অফিসার, মিজ্ ডজী ত্রিপুরা তথ্য অফিসার, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সাগর পালসহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য কর্মসূচি পালন:

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস **উপলক্ষ্যে** জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ মর্যাদা ও ভাব গাম্ভীর্যের সাথে বর্ণাঢ্য কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

সকাল ৭.৩০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা এর নেতৃত্বে বোর্ড ও বোর্ডের আওতায় সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে রাঙ্গামাটিস্থ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার সম্মুখে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্যালে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

বেলা সকাল ১০ টায় বোর্ডের মাইনী অডিটরিয়ামে বোর্ডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব সাগর পালের উপস্থাপনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

বর্ণাঢ্য কর্মসূচিতে বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব), সদস্য প্রশাসন জনাব ইফতেখার আহমেদ (যুগ্মসচিব), সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব), সদস্য বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ (উপসচিব) উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ শীর্ষক প্রকল্প উদ্বোধন

৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২খ্রি. সোমবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ আইসিটি ল্যাব এ প্রকল্পটি প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন জনাব নিখিল কুমার চাকমা, চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব) উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান বলেন যে, পার্বত্য এলাকা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম চিন্তা ভাবনা করেন। তারই ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পার্বত্য জনপদ উন্নয়নের জন্য নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। যাতাযাত, শিক্ষা, কৃষি, সমাজ কল্যাণ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যও কাজ করে যাচ্ছে। তম্মধ্যে আইসিটি প্রকল্প অন্যতম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পার্বত্য এলাকার বেকার তরুণ-তরুণীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এসময় সদস্য প্রশাসন জনাব ইফতেখার আহমেদ (যুগ্মসচিব), সদস্য বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (বর্তমান যুগ্মসচিব), সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব), বোর্ডের উপপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব মংছেনলাইন রাখান, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব কাইংওয়াই ম্রো, রাঙ্গামাটিস্থ ত্রি-মাত্রিক ফাউন্ডেশনের সিইও জনাব মোঃ ওমর ফারুকসহ বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত আইসিটি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আইয়ুব ভূঁইয়া, ফ্রিল্যান্সার পারলিয়েন পাংখোয়া ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন মিজ্ ডজী ত্রিপুরা, তথ্য অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং - ২২১০০১১০০) এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	খাতসমূহ	গৃহীত স্কীমের সংখ্যা		সমাপ্তকৃত স্কীমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কীমের সংখ্যা	মোট সমাপ্তকৃত স্কীমের সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ			বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন	চলতি	নতুন			মূল	সংশোধিত	মোট ব্যয়	আর্থিক	ভৌত
১	কৃষি	২	১	২	-	৩	২	৭৩.৩৬	৭১.৩৬	৭১.৩৬	১০০ %	১০০%
২	যাতায়াত	২৩	২২	৭	-	৪৫	৭	৪৫০.০৩	৪৩৭.৯৩	৪৩৭.৯৩	১০০	১০০%

											%	
৩	শিক্ষা	৩০	১৯	৭	-	৪৯	৭	৫০৩.৭৯	৪০২.০৭	৪০২.০৭	১০০ %	১০০%
৪	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৮	২	১	-	১০	১	১২৮.৪৫	১১৬.০৪	১১৬.০৪	১০০ %	১০০%
৫	সমাজ কল্যাণ	৮৪	৪৬	২৪	-	১৩০	২৪	১২০২.৩৯	৯৬২.৩১	৯৬২.৩১	১০০ %	১০০%
৬	ভৌত অবকাঠামো	২৭	২৭	৭	-	৫৪	৭	৪৯১.৯৮	৪৩২.৭৯	৪৩২.৭৯	১০০ %	১০০%
		১৭৪	**১১৭**	**৪৮**	**-**	**২৯১**	**৪৮**	**২৮৫০.০০**	**২৪২২.৫০**	**২৪২২.৫০**	১০০ %	১০০%
		২৯১		**৪৮**								

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং - ২২১০০১১০০) এর আওতায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	খাত সমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কীমের নাম	প্রকল্প/স্কীম		প্রকল্প/স্কীমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কীম সমূহ বাস্তবায়নে ফলে যেসব যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	রাংগামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ (কাপ্তাই ও বাঘাইছড়ি উপজেলা)	২০১৯-২০	২০২২-২৩	২২.৯০	জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩২নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের জমি রক্ষার্থে উগলছড়ি মুখে স্লুইচ গেইট নির্মাণ এর পরিবর্তে বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩২নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের উগলছড়ি মুখ ও বটতলার পার্শ্ববর্তী জমিতে আরসিসি সেচ ড্রেইন নির্মাণ।	২০১৭-১৮	২০২২-২৩	১০৮.০০	জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩	যাতায়াত	রাঙ্গামাটি সদরের মাস্টার কলোনী হতে তবলছড়ি বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের পরিবর্তে রাঙ্গামাটি সদরের মাস্টার কলোনী হতে তবলছড়ি বাজার পর্যন্ত ব্রীজ নির্মাণ।	২০১৯-২০	২০২২-২৩	৯৭.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৪	যাতায়াত	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন লত্যাছড়ি গ্রামের বান্দয্যা তঞ্চগ্যা দোকান হতে এগুজ্যাছড়ি গ্রাম ও বাজারের যাওয়ার পথে ছড়ার উপর ব্রীজ নির্মাণের পরিবর্তে বিলাইছড়ি উপজেলাধীন লত্যাছড়ি গ্রামের বান্দয্যা তঞ্চগ্যা দোকান হতে এগুজ্যাছড়ি গ্রাম পর্যন্ত রস্তা নির্মাণ।	২০১৯-২০	২০২২-২৩	৭৪.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

ক্রম	খাত সমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কীমের নাম	প্রকল্প/স্কীম		প্রকল্প/স্কীমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কীম সমূহ বাস্তবায়নে ফলে যেসব যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৫	যাতায়াত	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ৪নং ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের পুকুরছড়ি মহাপূরম খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ।	২০১৯-২০	২০২২-২৩	১৫৫.১৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৬	যাতায়াত	সদর উপজেলাধীন ১০৫নং জীবতলী মৌজাস্থ রাংগামাটি হতে কাপ্তাই মূল সড়ক হতে জীবতলী হেডম্যান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৩৪.৩৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৭	যাতায়াত	জুরাছড়ি উপজেলা সদরে রাস্তা সংস্কার।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৪০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৮	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা-দিঘীনালা সড়কের ৩.০০ কি.মি. মনিষী চাকমার বাড়ি হতে চন্দ্রমোহন কার্বারির পাড়া হয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৩৮.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৯	যাতায়াত	কাপ্তাই উপজেলাধীন ডংনালা টংসীপাড়া হতে হাতীমারা মুখ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৩৫.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
১০	শিক্ষা	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় একাডেমিক ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৪৫.৮০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১১	শিক্ষা	কাউখালী উপজেলাধীন মিতিংগাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৩৫.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১২	শিক্ষা	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বগাছড়ি মারকাজুল মা'আরিফ বায়েজিদ(রহঃ) মাদ্রাসা ও এতিমখানার ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৩৪.৩৫	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৩	শিক্ষা	লংগদু উপজেলাধীন লংগদু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৪৭.২৮	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৪	শিক্ষা	রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৩০.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৫	শিক্ষা	বরকল উপজেলাধীন বরুনাছড়ি জোন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও বরকল উপজেলাধীন ঠেগামুখ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন সম্প্রসারণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৬৮.৪৭	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৬	শিক্ষা	বরকল উপজেলাধীন হাজাছাড়া উচ্চ	২০২১-২২	২০২২-২৩	১৮.৪৩	শিক্ষার মান বৃদ্ধি

ক্রম	খাত সমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কীমের নাম	প্রকল্প/স্কীম		প্রকল্প/স্কীমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কীম সমূহ বাস্তবায়নে ফলে যেসব যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
		বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন সংস্কার।				পেয়েছে।
১৭	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	সদর উপজেলাধীন বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্য মিউজিক্যাল সামগ্রী সরবরাহকরণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	২৫.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৮	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারস্থ শ্রী শ্রী সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরের নাট মন্দির নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	২৯.৯২	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৯	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন পুরাতন বাস ষ্টেশন ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির অফিস ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এর পরিবর্তে সদর উপজেলাধীন পুরাতন বাস ষ্টেশন ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির অফিস ভবন সম্প্রসারণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৩৪.৩৫	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২০	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন ৩নং সাপছড়ি ইউনিয়নের সাপছড়ি মধ্যপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৪০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২১	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন ৫নং বন্দুক ভাংগা ইউনিয়নের ধামাই ছড়া পুরীচুগ বনবিহার নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২২	সমাজ কল্যাণ	বাঘাইছড়ি সারোয়াতলী রত্নোদয় বৌদ্ধ বিহারের দেশনাঘর নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৬২.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৩	সমাজ কল্যাণ	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩১নং খেদারমারা ইউনিয়নের কমিউনিটি সেন্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এর পরিবর্তে বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩১নং খেদারমারা ইউনিয়নের কমিউনিটি সেন্টার সম্প্রসারণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৩৪.৩৫	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৪	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন ১নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের বিশ্রামাঘার নির্মাণের পরিবর্তে কাপ্তাই উপজেলাধীন ১নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের মার্কেট শেড নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৪৫.৮০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৫	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলার কর্ণফুলী নালন্দা বৌদ্ধ বিহারের গন্ধ কুটির নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	২২.৯০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাত সমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কীমের নাম	প্রকল্প/স্কীম		প্রকল্প/স্কীমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কীম সমূহ বাস্তবায়নে ফলে যেসব যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
২৬	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের শিলছড়ি পুরাতন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৩৪.৩৫	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৭	সমাজ কল্যাণ	কাউখালী উপজেলাধীন হেডম্যান পাড়ায় চাইন্দামণি বৌদ্ধ বিহারের এপ্রোচ রোড, রান্নাঘর ও দেশনালয়ের ভবন নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৮৯.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৮	সমাজ কল্যাণ	নানিয়ারচর উপজেলাধীন রানু চন্দ্র কার্বারী পাড়ায় শান্তিদাম বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৬৮.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৯	সমাজ কল্যাণ	লংগদু উপজেলাধীন ৪নং বগাচত্তর ইউনিয়নের ফোরের মুখ জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৪৫.৮০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩০	সমাজ কল্যাণ	লংগদু উপজেলাধীন ৪নং বগাচত্তর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ রাঙ্গীপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৪৫.৮০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩১	সমাজ কল্যাণ	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ৪নং কুতুকছড়ি ইউনিয়নের নির্বাণপুর বন ভাবনা কেন্দ্র এর ভোজন শালা নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৩৫.১৬	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩২	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন ডিজিএফআই এর স্টাফ কোয়ার্টার ও তৎসংলগ্ন জলযান ঘাট নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৭৪.০০	আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৩	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন কাঠালতলীস্থ সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গা মাতৃমন্দিরের সাধু নিবাস নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৩১.২১	আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৪	সমাজ কল্যাণ	রাংগামাটি সংবাদ কর্মীদের জন্য বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সামগ্রী সরবরাহকরণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৫০.০০	সংবাদকর্মীদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৫	সমাজ কল্যাণ	জুরাছড়ি থানা মসজিদ নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৩৬.৬৩	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৬	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন চাকুয়া পাড়ার বৌদ্ধ মহা শ্মশানের চেরাং ঘর নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৭	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন নতুন বাজার পশ্চিম পাড়া শাহী জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৩০.৯২	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি

ক্রম	খাত সমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কীমের নাম	প্রকল্প/স্কীম		প্রকল্প/স্কীমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কীম সমূহ বাস্তবায়নে ফলে যেসব যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
						পেয়েছে।
৩৮	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন ২নং রাইখালী ইউনিয়নের হাপছড়ি মুখ পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৩০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৯	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী বাজারে শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দিরের ভবন নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৩০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪০	সমাজ কল্যাণ	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া গ্যারিসন, রাঙ্গামাটিতে নব নির্মিত মসজিদের জন্য অযুখানা এবং টয়লেট নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	২৪.০২	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪১	সমাজ কল্যাণ	রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া কোতুরিয়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৩০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪২	ভৌত অবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রাংগামাটিস্থ প্রধান কার্যালয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য উচ্চ শক্তি সম্পন্ন জেনারেটর ও ২০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ আনুষাংগিক কাজ।	২০২০-২১	২০২২-২৩	৮০.০০	বৈদ্যুতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৩	ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ কবর স্থানের উন্নয়ন।	২০২০-২১	২০২২-২৩	২৫.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৪	ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন এনএসআই রাঙ্গামাটি কার্যালয়ের ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	২৫.০০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৫	ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সেক্টর সদর দপ্তর এর ধারক দেওয়াল নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৪৫.৮০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৬	ভৌত অবকাঠামো	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের কংলাক এলাকায় উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত রাস্ড়ায় ভাংগন রক্ষার্থে ধারক দেওয়াল নির্মাণ ও মাচালং বাজারে সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	৪০.০০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাত সমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কীমের নাম	প্রকল্প/স্কীম		প্রকল্প/স্কীমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কীম সমূহ বাস্তবায়নে ফলে যেসব যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৪৭	ভৌত অবকাঠামো	নানিয়ারচর উপজেলাধীন মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	২৫.০০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৮	ভৌত অবকাঠামো	রাজস্থলী উপজেলাধীন আমছড়া পাড়ার সায়দাইম্মা বৌদ্ধ বিহারের চারপাশে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০.০০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

<u>২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কোড নং ২২১০০১১০০ এর আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত দুটি স্কিমের বিবরণ:</u>

- স্কিমের নাম: সদর উপজেলাধীন ৩নং সাপছড়ি ইউনিয়নের সাপছড়ি মধ্যপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ। কাজের গুরুত্ব: ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে লক্ষ্যে এ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করা হয়েছে। ফলাফল: ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সদর উপজেলাধীন ৩নং সাপছড়ি ইউনিয়নের সাপছড়ি মধ্যপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।

উপকারভোগী সংখ্যা: ৪০০ জন।

উপকারভোগীর মতামত: বিহার নির্মাণ করার ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ড অনুষ্ঠান সুন্দর নির্মল পরিবেশে সম্পাদন করার সুযোগ হয়েছে।

- স্কিমের নাম: নানিয়ারচর সরকারি কলেজের একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ।

কাজের গুরুত্ব: নানিয়ারচর উপজেলার শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য এ একাডেমিক ভবনটি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

নানিয়ারচর সরকারি কলেজের একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ।

ফলাফল: শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপকারভোগীর সংখ্যা: ৫০০ জন শিক্ষার্থী।

উপকারভোগীর মতামত: প্রধান শিক্ষক বলেন যে, বিদ্যালয় সম্প্রসারণের ফলে পাঠদানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং - ২২১০০০৯০০) এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা		সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা	মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ			বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন	চলতি	নতুন			মূল	সংশোধিত	মোট ব্যয়	আর্থিক	ভৌত
১	যাতায়াত	৩১	১৫	৮	-	৪৬	৮	২৫২১.৮৫	২৯৬১.৮৫	২৯৬১.৮৫	১০০%	১০০%
২	সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	৪	-	৪	-	৪	৪	২০২.৭১	২০২.৭১	২০২.৭১	১০০%	১০০%
৩	পানীয় জল ও সেচ ড্রেইন	৩	-	২	-	৩	২	২০০.৪৪	২০০.৪৪	২০০.৪৪	১০০%	১০০%
		৩৮	**১৫**	**১৪**	**-**	**৫৩**	**১৪**	**২৯২৫.০০**	**৩৩৬৫.০০**	**৩৩৬৫.০০**	১০০%	১০০%

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং - ২২১০০০৯০০) এর আওতায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	খাত সমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কীমের নাম	প্রকল্প/স্কীম		প্রকল্প/স্কীমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কীম সমূহ বাস্তবায়নে ফলে যেসব যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১	যাতায়াত	দুরছড়ি পাবলাখালী-সুপারী পাতাছড়া-ভাঙ্গামুড়া-লংগদু পর্যন্ত ১৫.০০ কি: মি: এইচ,বি,বি রাস্তা নির্মাণ।	২০১১	২০২৩	২০০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
২	যাতায়াত	কাউখালী উপজেলাধীন ৪নং কলমপতি ইউনিয়নের ছোট ডলু রাস্ড়া হতে বড়ইছড়ি বটতলী পাড়া সংযোগের জন্য কাঁশখালী খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৮০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৩	যাতায়াত	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের নিচ পাড়ায় কচুখালী খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	৩০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৪	যাতায়াত	সদর উপজেলাধীন আসামবস্ড়ী ব্রীজ হতে তোফায়েল আহম্মদ পাহাড় পর্যন্ত সংযোগ ব্রীজ ও সড়ক নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৯০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৫	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের উত্তর রুইলুই পাড়া শ্রী শ্রী নারায়ণ মন্দির হতে কংলাক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৪৫.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৬	যাতায়াত	লংগদু উপজেলাধীন সমশুর টিলা হতে আহম্মদ মিস্ত্রির টিলার মাঝখানে ব্রীজ নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৯০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৭	যাতায়াত	কাউখালী উপজেলাধীন চেলাছড়া যৌথখামার হতে মিতিংগাছড়ি ধর্মগিরি সাধনা কুঠির পর্যন্ত রস্তা নির্মাণ।	২০২১	২০২৩	২০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৮	যাতায়াত	লংগদু উপজেলাধীন গুলশাখালী ইউনিয়নের বিজিবি পরিচালিত কিন্ডারগার্ডেন হতে আহাতুন্নেছার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২১	২০২৩	১২০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
৯	সমাজকল্যাণ ও ভৌতঅবকাঠামো	জুরাছড়ি উপজেলাধীন উপজেলা অফিসার্স ডরমেটরী নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	৮০.০০	আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০	সমাজকল্যাণ ও ভৌতঅবকাঠামো	রাংগামাটি শিশু পার্কের ধারক দেওয়াল, ঝুলন্ত ব্রীজ ও পর্যটকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২০০.০০	দর্শনার্থীদের জন্য পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১১	সমাজকল্যাণ ও ভৌতঅবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন ডিসি বাংলো পার্ক উন্নয়ন।	২০২০	২০২৩	১৫০.০০	দর্শনার্থীদের জন্য পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

	মা					
১২	সমাজকল্যাণ ও ভৌতঅবকাঠামো	কাপ্তাই চন্দ্রঘোনা ব্যাপ্টিস্ট মিশন গীর্জা ভবন নির্মাণ।	২০২১	২০২৩	১০০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৩	পানীয় জল ও সেচ ড্রেইন	রাংগামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২০০.০০	জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৪	পানীয় জল ও সেচ ড্রেইন	বরকল, জুরাছড়ি, কাউখালী ও বাঘাইছড়ি উপজেলায় পানীয় জল সরবরাহকরণ।	২০২০	২০২৩	২০০.০০	পানীয় জলের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কোড নং- ২২১০০০৯০০ এর আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত দুটি স্কিমের বিবরণ:

- **স্কিমের নাম:** লংগদু উপজেলাধীন সমশুর টিলা হতে আহম্মদ মিস্ত্রির টিলার মাঝখানে ব্রীজ নির্মাণ।
  কাজের গুরুত্ব: যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নির্মাণ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
  ফলাফল: যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লংগদু উপজেলাধীন সমশুর টিলা হতে আহম্মদ মিস্ত্রির টিলার মাঝখানে ব্রীজ নির্মাণ।

উপকারভোগীর সংখ্যা: ১০০০ পরিবার।
উপকারভোগীর মতামত: এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। ফলজ ও কৃষিজাত পন্য বাজারজাত করণে সহজতর হয়েছে।

- স্কিমের নাম: রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ডিসি বাংলো পার্ক উন্নয়ন।

  কাজের গুরুত্ব: পার্কের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য স্কিমটি গুরুত্বপূর্ণ।

সদর উপজেলাধীন ডিসি বাংলো পার্ক উন্নয়ন।

ফলাফল: পার্কের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপকারভোগীর সংখ্যা: দেশীয় ও স্থানীয় দর্শনার্থীবৃন্দ।

উপকারভোগীর মতামত: পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং বিনোদনের সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং - ২২১০০১১০০) এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
০১	কৃষি	৫টি	৩টি	৮টি	০১টি	-	০১টি	৪৮.৫০	২৮.৫০	২৮.৫০	১০০%	১০০%
০২	যাতায়াত	৬৮টি	৩২টি	১০০টি	১৩টি	-	১৩টি	৭৯৯.৫৬	৭৩৬.৭০	৭৩৬.৭০	১০০%	১০০%
০৩	শিক্ষা	২৩টি	৭টি	৩০টি	৩টি	-	৩টি	২৫৪.৬৫	২৩৫.৩৯	২৩৫.৩৯	১০০%	১০০%
০৪	সমাজ কল্যাণ	৬৮টি	৩৭টি	১০৫টি	৭টি	-	৭টি	৭৮৯.৯১	৬৩২.৩৩	৬৩২.৩৩	১০০%	১০০%
০৫	ভৌত অবকাঠামো	৪৪টি	১১টি	৫৫টি	১টি	-	১টি	৭৫৭.৩৮	৬১৯.৫৮	৬১৯.৫৮	১০০%	১০০%
	মোট=	২০৮টি	৯০টি	২৯৮টি	২৫টি		২৫টি	২৬৫০.০০	২২৫২.৫০	২২৫২.৫০		

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং - ২২১০০১১০০) এর আওতায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	মোট বরাদ্দ	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্ড় বায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ			
১.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	রামগড় উপজেলায় রামগড় মাষ্টার পাড়া ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের পার্শ্বে ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন।	২০২০	২০২৩	৫.০০	৪.৫০	পানীয় জলের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন কৈবল্যপীঠ মন্দির মেইন রোড থেকে নবগ্রহ মন্দির পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	৩০.০০	২৬.৩৪	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গঞ্জপাড়া চেঙ্গীনদীর পাড়ে জানমিয়ার বাড়ি থেকে সেকান্দার মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৫.৭৬	২৫.৭৬	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪.	যাতায়াত	দীঘিনালা উপজেলাধীন ১নং মেরুং ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের হাজাছড়া নুর মোহাম্মদ বাড়ী হতে হাজাধন মুনিপাড়া সরকারী প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত মাটিকাটাসহ এইচবিবিকরণ।	২০১৭	২০২৩	৪১.৭৯	৪১.৭৯	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫.	যাতায়াত	দীঘিনালা নৌকাছড়া মাষ্টার পাড়া সুতিপদ ভাবনা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	৩৪.৩৪	৩৪.৩২	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬.	যাতায়াত	মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি সওজ রাস্তা হতে বলরাম পাড়া রাস্তার মাথা হইয়া মানিকছড়ি বেইলী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২০.০০	১৮.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭.	যাতায়াত	মাটিরাংগা উপজেলাধীন তবলছড়ি ইউনিয়নের দেওয়ানপাড়া আম্রকানন বৌদ্ধ বিহার হতে বিজিবি ক্যাম্প সলিং রাস্তা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	২০২১	২০২৩	২৭.২০	২৭.২০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮.	যাতায়াত	মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন মাটিরাঙ্গা থানার রামশিরা ইউনিয়নের বড়নাল বিওপি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২১	২০২৩	২৫.০০	২৫.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯.	যাতায়াত	মাটিরাংগা উপজেলাধীন গুমতি ইউনিয়নে খলিলের দোকান হতে আয়াত আলী পাড়া হয়ে মান্নানের সেগুন বাগান হয়ে মালু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৮.১৫	২৫.৬৫	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	মোট বরাদ্দ	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্ড় বায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ			
১০.	যাতায়াত	গুইমারা উপজেলাধীন সিন্দুকছড়ি সুকান্ত মহাজন পাড়া হতে নতুন পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।	২০২০	২০২৩	২৫.০০	২২.৫০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১১.	যাতায়াত	রামগড় উপজেলাধীন কৈলাশ পাড়া হতে ত্রিপুরা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২১	২০২৩	৩০.৯১	৩০.৯১	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১২.	যাতায়াত	রামগড় উপজেলাধীন রামগড় টু পিলাক নদী যাওয়ার রাস্তা হতে জয়নাল মুন্সী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২১	২০২৩	২৫.০০	২৩.৭৫	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৩.	যাতায়াত	রামগড় উপজেলা ঢাকাইয়া কলোনী মসজিদ হইতে নাকাপাছড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	৩১.০২	২৮.০২	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৪.	যাতায়াত	পানছড়ি উপজেলাধীন পানছড়ি সদর হাসপাতালের পার্শ্ববর্তী রাস্তা হতে সনটিলা মেহের চাঁন প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০২১	২০২৩	২০.৫৯	২০.৫৯	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৫.	শিক্ষা	দীঘিনালা কামুক্যাছড়া উচ্চ বিদ্যালয় উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।	২০২০	২০২৩	২২.৭৯	২২.৭৯	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৬.	শিক্ষা	মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি বুলি পাড়া প্রজ্ঞাবংশ শিশুসদনের ছাত্রাবাস নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৫.০০	২২.৫০	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৭.	শিক্ষা	মহালছড়ি উপজেলাধীন ক্যায়াংঘাট জুনিয়র হাইস্কুলের ভবন নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৫.৭০	২৩.১৯	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৮.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি ভাইবোনছড়ায় জনমঙ্গল বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু নিবাস নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৫.০০	২৫.০০	ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৯.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরে মহাজন পাড়ায় শশ্মানের রাস্তা ও দেশনামঞ্চ নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৫.০০	২২.৫০	সামাজিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২০.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরে ঠাকুরছড়া রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০	২০২৩	২০.৬১	২০.৬১	ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২১.	সমাজকল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরে খাগড়াপুর গ্রামের হাদুকপাড়া এলাকায় সামপারি চ্যারিটি হোমের ছাত্রী নিবাস উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।	২০২০	২০২৩	২০.০০	১৯.৫০	আবাসন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২২.	সমাজকল্যাণ	দীঘিনালা উপজেলাধীন খামার পাড়ায় চিত্তবিমুক্তি ভাবনা কুটির ভবন নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	৩১.১৮	৩১.০৮	ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/ স্কিমের মোট ব্যয়	মোট বরাদ্দ	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্ড় বায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ			
২৩.	সমাজকল্যাণ	মাটিরাংগা পৌর এলাকার ১নং ওয়ার্ডে শতবর্ষ বটতলায় জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২০.৬১	২০.৬১	ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৪.	সমাজকল্যাণ	রামগড় উপজেলাধীন ত্রিপুরা যুব কল্যাণ সমিতি ভবন নির্মাণ।	২০২১	২০২৩	২৭.২০	২৭.২০	সামাজিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৫.	ভৌত অবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসের আবাসিক এলাকার উত্তর পূর্বাংশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	৬০.০০	৫৪.০০	নিরাপত্তার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের কোড নং ২২১০০১১০০ এর আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত দুটি স্কিমের বিবরণ:

- স্কিমের নাম : গুইমারা উপজেলাধীন সিন্দুকছড়ি সুকান্ত মহাজন পাড়া হতে নতুন পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।

  স্কিমের গুরুত্ব: যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

  স্কিমের ফলাফল: যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

  উপকারভোগীর সংখ্যা: ৩০০ পরিবার

  উপকারভোগীর মতামত: রাস্তাটি নির্মাণের ফলে যাতায়াত সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করতে পারছে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপদে স্কুলে যেতে পারছে।

- স্কিমের নাম: মহালছড়ি উপজেলাধীন ক্যায়াংঘাট জুনিয়র হাইস্কুলের ভবন নির্মাণ।

  স্কিমের গুরুত্ব: শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ।

  স্কিমের ফলাফল: শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

  উপকারভোগীর সংখ্যা: ২০০ জন

  উপকারভোগীদের মতামত: শিক্ষার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা নিরাপদে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ২২১০০০৯০০) এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

(লক্ষ টাকা)

ক্র: নং	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
০১	যাতায়াত	১৯টি	৬টি	২৫টি	২টি	-	২টি	২০৮৩.৩৭	২৫৩০.৩৪	২৫৩০.৩৪	১০০%	১০০%
০৩	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	০১টি	-	১টি	-	-	-	১১৬.৬৩	১১৬.৬৩	১১৬.৬৩	১০০%	১০০%
০৪	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	৯টি	০২টি	১১টি	০৪টি	-	০৪টি	৮০০.০০	৭৮৬.০০	৭৮৬.০০	১০০%	১০০%
	মোট=	২৯টি	৮টি	৩৭টি	৬টি	-	৬টি	৩০০০.০০	৩৪৩২.৯৭	৩৪৩২.৯৭		

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ২২১০০০৯০০) এর আওতায় সমাপ্ত স্কিমের তালিকা:

ক্রম	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/স্কিমের মোট ব্যয়	মোট বরাদ্দ	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			শুরু	শেষ			
১.	যাতায়াত	মাটিরাংগা উপজেলাধীন নারায়ন পাড়া হতে দুল্যা আদাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	২০১৬	২০২৩	৭৭৬.৭৪	৭৭২.২৮	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাটিরাংগা উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
২.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মানিকছড়ি উপজেলাধীন তিনটহরী ইউনিয়নের চেংগুয়াছড়া হয়ে গোদাতলী যাওয়ার রাস্তায় মানিকছড়ি খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	৪৮০.০০	৪৭৫.৬১	যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ষা মৌসুমে নদী পারাপারের ঝুঁকি লাঘব হয়েছে।

৩.	সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	খাগড়াছড়ি মং সার্কেলের মং রাজার অফিস এলাকায় অডিটরিয়াম নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২০০.০০	১৯৩.০০	দাপ্তরিক কাজের সুবিবধা বৃদ্ধির ফলে কমখরচে জনসাধারণকে সেবা দিতে পারছে।
৪.	সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলা সদরে মাল্টিপারপাস কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	১৫০.০০	১৪৮.০০	স্বল্প খরচে অনুকূল পরিবেশে সামাজিক ও সংস্কৃতিক চর্চা করতে পারছে বিধায় সাধারণ জনগণের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।
৫.	সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্রে রেষ্ট হাউস নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৫০.০০	২৪৮.০০	স্বল্প খরচে পর্যটকরা আবাসন সুবিধা পাচ্ছে। কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্ঠি হওয়ায় তারা অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে।
৬.	সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	রামগড় মহামুনী বৌদ্ধ বিহার এলাকায় আশ্রম নির্মাণ।	২০২১	২০২৩	১০০.০০	৯৮.০০	অনাথ ছেলেমেয়েদের স্বল্পখরচে লেখাপড়াসহ আবাসন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্ঠি হয়েছে। গরীব ও অনাথ ছেলেমেয়েরা বিনাখরচে/ কমখরচে লেখাপড়া করতে পাড়ায় তাদের অভিবাবকদের খরচ অনেকাংশে হ্রাস পয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কোড নং- ২২১০০০৯০০ এর আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত দুটি স্কিমের বিবরণ

- **স্কিমের নাম: রামগড় উপজেলাধীন** রিামগড় মহামুনী বৌদ্ধ বিহার এলাকায় আশ্রম নির্মাণ।
  স্কিমের গুরুত্ব: ধর্মীয় ও শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
  ফলাফল: ধর্মীয় ও শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
  উপকারভোগীর সংখ্যা: ৪০০ জন ছাত্র।
  উপকারভোগী মতামত: আশ্রমটি নির্মাণের ফলে গরীব ও অনাথ ছেলেমেয়েরা বিনাখরচে/অল্প খরচে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত হচ্ছে।

- স্কিমের নাম: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলা সদরে মাল্টিপারপাস কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।
  স্কিমের গুরুত্ব: সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
  ফলাফল: জনসাধারণ সহজে সামাজিক সুবিধাদি গ্রহণ করতে পারছে।
  উপকারভোগীর সংখ্যা: দীঘিনালা উপজেলা এলাকাবাসী।
  উপকারভোগী মতামত: কমিউনিটি সেন্টারটি নির্মাণের ফলে জনগণ স্বল্প খরচে সামাজিক ও সংস্কৃকিত চর্চা করতে পারছে। বিনোদনমূলক কাজ সম্পাদনেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং - ২২১০০১১০০) এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা		৩ টি	৩ টি				৯.০০				
২	যাতায়াত	১৮টি	৯ টি	২৭ টি	১৪ টি	১ টি	১৫ টি	৭৪৮.৭৩	৬৬৮.৬৭	৬৬৮.৬৭	১০০%	১০০%
৩	শিক্ষা	২২ টি	১৭ টি	৩৯ টি	১৫ টি		১৫ টি	৫১০.৬৩	৫০৬.৯৩	৫০৬.৯৩	১০০%	১০০%
৪	সমাজ কল্যাণ	৪২ টি	৩১ টি	৭৩ টি	২৫ টি		২৫ টি	৮৮৩.৪৫	৭০৩.৩৭	৭০৩.৩৭	১০০%	১০০%
৫	ভৌত অবকাঠামো	৫০ টি	৩৫ টি	৮৫ টি	৩১ টি	৪ টি	৩৫ টি	৮৪৮.১৯	৩৭১.০৩	৩৭১.০৩	১০০%	১০০%
	মোট=	**১৩২ টি**	**৯৫ টি**	**২২৭ টি**	**৮৫ টি**	**৫ টি**	**৯০ টি**	**৩০০০.০০**	**২২৫০.০০**	**২২৫০.০০**	**১০০%**	**১০০%**

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং - ২২১০০১১০০) এর আওতায় সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত তালিকা:

ক্রঃনং	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১	যাতায়াত	বান্দরবান সদর উপজেলার ০৩নং ওয়াড্রের রোয়াংছড়ি বাস স্টেশন এলাকায় এইচ.বি.বি রাস্তা এবং প্রতিরোধক কাজ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৭৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
২	যাতায়াত	বান্দরবান সদর উপজেলা বসন্ত পাড়া সড়ক সংস্কার।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
৩	যাতায়াত	থানচি উপজেলার থানচি সড়ক হতে নীচ নাইন্দারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ও প্রতিরাধক কাজ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১০০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
৪	যাতায়াত	বান্দরবান সদর উপজেলার ৭নং সুয়ালক ইউনিয়নের ৪নং ওয়াড্রের ১২ মাইল মেইন রোড হতে ১নং দেওয়া হেডম্যান পাড়া পর্যন্ত ব্রিক সলিংকরণ (১.৫০ কিঃমিঃ)।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১০০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
৫	যাতায়াত	বান্দরবান সদরে উজানী পাড়ায় মংতু বাবু স-মিল সড়ক আর.সি.সি করণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
৬	যাতায়াত	বান্দরবান সদরে মধ্যম পাড়া বৈদ্য গলি হতে উজানী পাড়া পর্যন্ত নদীর পাড়ের	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৫০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

		আর.সি.সি রাস্তাকরণ।				হয়েছে।
৭	যাতায়াত	বান্দরবান সদরে মারমা বাজার এলাকায় মংক্যএ বাবু বাড়ী হতে উপজাতীয় ছাত্রাবাস পর্যন্ত রাস্তা আর.সি.সি করণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৫০.০৯	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
৮	যাতায়াত	লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের হিমছড়ি এলাকায় ব্রিক সলিং রাস্তা নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৬০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
৯	যাতায়াত	লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের কুমারী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন পশ্চিম দিকে পান্দ্যা ঝিড়ি গ্রাম পর্যন্ত ব্রীক সলিং রাস্তা নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৬০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১০	যাতায়াত	লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের ডানহাতি ও বামহাতি প্রাইমারী স্কুল হইতে বগাইছড়ি পর্যন্ত (কাচা) রাস্তা মেরামত।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৭০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১১	যাতায়াত	লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের রাঙ্গাঝিরি হাইস্কুল হতে রাঙ্গাঝিরি পাড়া পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সলিংকরণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৬০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১২	যাতায়াত	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার চাক হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের যাওয়ার পথে কালভার্ট এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৬০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১৩	যাতায়াত	রুমা উপজেলার গালেঙ্গ্যা ইউনিয়নের "মিলন বৌদ্ধ বিহার" এ যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তা পাকাকরণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৬০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১৪	যাতায়াত	রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডের জামিনী পাড়ায় রাস্তা নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৬০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১৫	যাতায়াত	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের কেংড়াছড়ি ব্রীজের সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	২০২২-২০২৩	২০২২-২০২৩	২২.৯৭	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১৬	শিক্ষা	বান্দরবান সদর উপজেলার হাতি ভাঙ্গা পাড়া কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ এবং গ্যালেঙ্গা ইউনিয়নের কুরাং পাড়া বাজার সেড নির্মাণ।	২০১৭-২০১৮	২০২২-২০২৩	৩৫.০০	ক্রেতা-বিক্রেতাদের সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
১৭	শিক্ষা	বান্দরবান সদরে ত্রিপুরা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে আবাসিক ভবন নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৫০.১৫	ভবনটি নির্মাণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৮	শিক্ষা	লামা উপজেলার জীনামেজু অনাথ আশ্রমের ছাত্রাবাস ও মাঠ আর.সি.সি করণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৬০.২০	ভবনটি নির্মাণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯	শিক্ষা	বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান বৌদ্ধ অনাথালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল ভবন নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৫০.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২০	শিক্ষা	বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের ভাঙ্গামুড়া পাড়া স্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪৫.৩৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২১	শিক্ষা	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের হল রুম নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪০.২৫	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২২	শিক্ষা	বান্দরবান পৌরসভার নিউগুলশান রাধা কৃষ্ণ মন্দিরের গীতা স্কুলের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১৫.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা পাচ্ছে।
২৩	শিক্ষা	লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের ০৫নং ওর্য়াডের খেদারবান হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা:) হেফজখানা ও এতিমখানা ভবন নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪০.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে আবাসন ব্যবস্থা ও ধর্মীয় শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২৪	শিক্ষা	আলীকদম উপজেলার মুরং সম্প্রদায়ের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪০.২৫	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে।
২৫	শিক্ষা	রুমা উপজেলার মুনলাই পাড়া স্কুল নির্মাণ (পরিবর্তিত নাম: রুমা উপজেলার বেথেল পাড়া ই.সি.সি জুনিয়র সানডে স্কুল ভবন নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৫০.০০	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে।
২৬	শিক্ষা	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন সোনাইছড়ি ইউনিয়নের কুমিরা পাড়া এতিম খানা পাঁকা ভবন নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২৭.৫০	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধিহয়েছে।
২৭	শিক্ষা	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন সোনাইছড়ি ইউনিয়নের চুল-াপাড়ায় এতিমখানায় মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২৮.০০	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধিহয়েছে।
২৮	শিক্ষা	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন সোনাইছড়ি ইউনিয়নের রেজু হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের ছাত্রাবাস নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪০.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধিপাচ্ছে।
২৯	শিক্ষা	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের পাইয়াঝিড়ি জামিরতলী পাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪৬.১৮	প্রকল্প/স্কিমটি গ্রহণের ফলে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধিহয়েছে।
৩০	শিক্ষা	থানচি উপজেলার ৪নং বলিপাড়া ইউনিয়নের ০২নং ওর্য়াডের মনাই পাড়া সদ্ধামাসিরী বৌদ্ধ বিহারের ছাত্রাবাস নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪০.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধিপাচ্ছে।

৩১	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ক্যাচিংঘাটা মসজিদ ও দোকান নির্মাণ।	২০১৮-২০১৯	২০২২-২০২৩	৪০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩২	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান বাজারে কেন্দ্রীয় মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০১৯-২০২০	২০২২-২০২৩	৩০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৩	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার রমজু পাড়া সর্বজনীয় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৪০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৪	সমাজ কল্যাণ	লামা উপজেলার ৭নং ফাইতং ইউনিয়নের মনীন্দ্র পাড়া হরি মন্দির নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	২০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৫	সমাজ কল্যাণ	লামা উপজেলার লামা সদরে চেয়ারম্যান পাড়া কেন্দ্রীয় মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৩০.০৫	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৬	সমাজ কল্যাণ	আলীকদম উপজেলার নয়া পাড়া রনজিৎ মহাজন পাড়া কেন্দ্রীয় মন্দির নির্মাণ (পরিবর্তিত নাম: আলীকদম উপজেলার নয়া পাড়া বনিক মহাজন পাড়া কেন্দ্রীয় মন্দির নির্মাণ)।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৪০.১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৭	সমাজ কল্যাণ	থানচি উপজেলার রেমাক্রী বাজার বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৩২.৭০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৮	সমাজ কল্যাণ	রোয়াংছড়ি উপজেলার উনিহ্লা হেডম্যান ত্রিপুরা পাড়ায় গীর্জা নির্মাণ (পরিবর্তিত নাম: বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ নির্মাণ)।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৩৪.৫০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩৯	সমাজ কল্যাণ	রোয়াংছড়ি উপজেলার ৩নং আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের বেখ্যং পাড়ায় সিঁড়িসহ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৫৭.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪০	সমাজ কল্যাণ	রোয়াংছড়ি উপজেলার মংপ্রু পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৫৭.৭১	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪১	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার মেঘলার তালুকদার পাড়া মহিলা সমিতি ঘর ও সেলাই মেশিন সরবরাহকরণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২৫.১৫	নারী উদ্যোক্তা ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪২	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ৮নং ওয়াড্রের হাফেজঘোনাস্থ শ্রী শ্রী রামঠাকুর আশ্রমের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪৩	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ০৩নং ওর্য়াডের হাজী পাড়া মসজিদ সম্প্রসারণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৩৪.৫৯	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪৪	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ভাঙ্গামুড়া মসজিদের বারান্দা নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২৫.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪৫	সমাজ	বান্দরবান সদর উপজেলার ইসলামপুর	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২৩.১০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার

	কল্যাণ	মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।				সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪৬	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নের পূর্ণচন্দ্র পাড়ায় গীর্জা নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৩০.২৭	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪৭	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নের পূর্ণচন্দ্র পাড়ায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪০.০০	সমিতির কার্যাবলিসমূহ সম্পাদনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।
৪৮	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ০৩নং বান্দরবান সদর ইউনিয়নে, ১নং ওর্য়াডের ডলুয়ারবাগ মুসলিম পাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪০.৪৬	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪৯	সমাজ কল্যাণ	রুমা উপজেলার গালেঙ্গ্যা ইউনিয়নের "মিলন বৌদ্ধ বিহার" এ দেশনালয় নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৩০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫০	সমাজ কল্যাণ	রুমা উপজেলাধীন ১নং পাইন্দু ইউনিয়নের ১নং ওয়াড্রের মংশৈপ্রু পাড়া বৌদ্ধ বিহার পাকা ভবন নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫১	সমাজ কল্যাণ	রুমা উপজেলার ০৪নং গ্যালেঙ্গা ইউনিয়নের ডলুঝিড়ি পাড়া সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার সংস্কার (পরিবর্তিত নাম: রুমা উপজেলার ০৪নং গ্যালেঙ্গা ইউনিয়নের পূর্নবাসন পাড়া সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ)।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১৫.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫২	সমাজ কল্যাণ	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ভালুকিয়া পাড়ায় ধর্মজ্যোতি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ(২য় তলা)।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৫৭.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫৩	সমাজ কল্যাণ	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন সোনাইছড়ি ইউনিয়নের বৈদ্যরছড়া বাজারের পার্শ্বে বৈদ্যরছড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৫০.১৫	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫৪	সমাজ কল্যাণ	রোয়াংছড়ি উপজেলার ০২নং তারাছা ইউনিয়নের ০১নং ওর্য়াডের হাংসমা পাড়া সমাজ কল্যাণ যুব সংঘের অফিস ঘর নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২২.০৮	সমিতির কার্যাবলিসমূহ সম্পাদনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।
৫৫	সমাজ কল্যাণ	রোয়াংছড়ি উপজেলার "বান্দরবান পাহাড়ী যানবাহন শ্রমিক কল্যাণ সমিতি'র অফিস ঘর" নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৩০.০০	সমিতির কার্যাবলিসমূহ সম্পাদনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।
৫৬	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার সিনিয়র পাড়া বৌদ্ধ বিহারের বারান্দা সম্প্রসারণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	২৫.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৫৭	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার উপজাতীয় ঠিকাদার সমিতির জন্য অতিথিশালা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৪৬.০০	সমিতির কার্যাবলিসমূহ সম্পাদনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

৫৮	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভূ-সম্পত্তি রক্ষার্থে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৩০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৫৯	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রবেশ পথে স্বাগতম ফলক ও বিভিন্ন পাড়ার নাম সম্বলিত ফলক স্থাপন।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	২০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৬০	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদরে বান্দরবান কেন্দ্রীয় কবরস্থানের লাশ ঘর, গেইট, রাস্তা ও হেফাজতখানা নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৫৫.৯৬	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৬১	ভৌত অবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিট অফিস, বান্দরবানে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য বাস ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৪৬.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৬২	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার ক্যচিংঘাটা জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	২০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৬৩	ভৌত অবকাঠামো	লামা বাস টার্মিনাল সংলগ্ন কবরস্থানের ভূমি উন্নয়নসহ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	২৫.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৬৪	ভৌত অবকাঠামো	লামা উপজেলার চাম্বি স্কুল এন্ড কলেজ এর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	৩২.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৬৫	ভৌত অবকাঠামো	আলীকদম আদর্শ স্কুলের মাঠ সংলগ্ন মঞ্চ সম্প্রসারণ (টয়লেট, টাইলস ও বিদ্যুৎতায়ন)।	২০২০-২০২১	২০২২-২০২৩	২৫.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৬৬	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি কলেজের শহীদ মিনার নির্মাণ ও বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২৫.২৫	কাজটি করার ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যবস্থা হয়েছে।
৬৭	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান জেলা ও দায়রা জজ ভবনের জেনারেটর স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ এবং নারী ও শিশু ট্রাইবুনালের এসি স্থাপন।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২১.৪৮	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৬৮	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার মেঘলার তালুকদার পাড়া বৌদ্ধ বিহারের বাউন্ডারী ওয়াল ও মূল প্রবেশ দ্বারে গেইট নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৩০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৬৯	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা তঞ্চগ্যা পাড়ার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১৫.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৭০	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধ বিহারে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও টয়লেট নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।

৭১	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার কালাঘাটা হিন্দু শশ্মানে কাটা তারে বেড়া নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৭২	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার ০১নং রাজবিলা ইউনিয়নের ৩নং ওয়াড্রের রাজবিলা (সিআইজি) মহিলা সমবায় সমিতি লি: অফিসে আসবাবপত্র সরবরাহকরণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৫.০০	সমিতির কার্যাবলিসমূহ সম্পাদনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।
৭৩	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার জামছড়ি ইউনিয়নের ৪নং ওয়াড্রের ওয়াব্রাইং পাড়া বৌদ্ধ বিহার এর জাদীর রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২৫.১১	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৭৪	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর ও লামা উপজেলায় সোলার লাইট প্রতিস্থাপন।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৭৫	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার ডলু পাড়ায় বাজার শেড নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১৫.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৭৬	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদরে উজানী পাড়া স্কুল এলাকায় পাড়ার ভিতরে ওয়াকওয়ে, সিঁড়ি ও ড্রেইন নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২৫.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৭৭	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদরে উজানী পাড়া নদীর পাড় এলাকায় সুধীর চৌধুরীর বাড়ী সংলগ্ন সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১২.২৫	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৭৮	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদরে ০৪নং ওয়াড্রের মারমা বাজার এলাকায় নদীর ঘাটে নামার জন্য সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৭৯	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর সার্কেল অফিসের জন্য পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১৫.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮০	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান পার্বত্য জেলার নারীর কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেলাই মেশিন সরবরাহকরণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১৫.০০	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৮১	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন পয়েন্টের ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮২	ভৌত অবকাঠামো	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ১নং ওর্য়াডের রাশেদা মেম্বারের বাড়ী হতে আব্দুল হাকিমের বাসা হয়ে ধুংরি হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত আর.সি.সি ইউ ড্রেইন নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	৪০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮৩	ভৌত অবকাঠামো	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ঠাকুর পাড়া বৌদ্ধ বিহারে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২৫.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।

৮৪	ভৌত অবকাঠামো	রুমা উপজেলার ট্যুরিষ্ট এ্যাসিসটেন্ট পয়েন্টে ওয়েটিং শেডসহ এর টাইলসসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	১৫.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮৫	ভৌত অবকাঠামো	থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের বড় মদক প্রুসাঅং পাড়া নদীর ঘাট হতে পাড়া পর্যন্ত সিঁড়ি নির্মাণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮৬	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার হিলটপ রেষ্ট হাউজ কটেজের অসমাপ্তকাজ সমাপ্তকরণ।	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২২.৯০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮৭	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান বাজার মসজিদের পানির ফোয়ারা নির্মাণ।	২০২২-২০২৩	২০২২-২০২৩	১৫.২৫	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৮৮	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার ইসলামপুর সিআইজি (মৎস চাষী) সমবায় সমিতির পিলেট মেশিনের জন্য ড্রয়ার মেশিন সরবরাহকরণ।	২০২২-২০২৩	২০২২-২০২৩	৬.০০	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৮৯	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি উপজেলার টাউন হলের সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২২-২০২৩	২০২২-২০২৩	১০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।
৯০	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারের নীচতলায় গ্লাস, সাউন্ড বক্স স্থাপন সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	২০২২-২০২৩	২০২২-২০২৩	২০.০০	অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ২২১০০১১০০) এর আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত দুটি স্কিমের বিবরণঃ-

- স্কিমের নামঃ রুমা উপজেলার ট্যুরিষ্ট এ্যাসিসটেন্ট পয়েন্টে ওয়েটিং শেড নির্মাণ

কাজের গুরুত্বঃ প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরতে আসার ট্যুরিষ্টদের অবকাঠামো উন্নয়ন করা। **ফলাফলঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরতে আসার পর্যটকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। **উপকারভোগী সংখ্যাঃ** ২০০ জন (প্রায়)। **উপকারভোগী মতামতঃ** প্রকল্প/স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরতে আসার ট্যুরিষ্টদের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন করায়
এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ।

রুমা উপজেলার ট্যুরিষ্ট এ্যাসিসটেন্ট পয়েন্টে ওয়েটিং শেড নির্মাণ।

- স্কিমের নামঃ বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান বৌদ্ধ অনাথালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল ভবন নির্মাণ

কাজের গুরুত্ব: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দুর্গম এলাকায় বসবাসরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা। **ফলাফল:** বান্দরবান বৌদ্ধ অনাথালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল ভবন নির্মিত হওয়ায় প্রত্যন্ত এলাকা হতে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। **উপকারভোগী সংখ্যাঃ** ১৫০ জন (প্রায়)। **উপকারভোগী মতামতঃ** বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এ মহতী কাজের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান বৌদ্ধ অনাথালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল ভবন নির্মাণ।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ২২১০০০৯০০) এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১	যোগাযোগ	২৪টি	০১ টি	২৫ টি	১২ টি		১২ টি	৩১০৫.৭৫	২৮০৩.৯৪	২৮০৩.৯৪	১০০%	১০০%
২	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০১ টি		০১ টি	০১ টি		০১ টি	৩০.০০	১৩৭.১৭	১৩৭.১৭	১০০%	১০০%
৩	শিক্ষা	০৬ টি	০১ টি	০৭ টি	০২ টি		০২ টি	৫৭৩.৭৫	৪৯৮.৭৫	৪৯৮.৭৫	১০০%	১০০%
৪	ভৌত অবকাঠামো ও পানীয় জল	১০ টি	০৩ টি	১৩ টি	০১ টি		০১ টি	৭৯০.৫০	৮৪৭.৩৯	৮৪৭.৩৯	১০০%	১০০%
	মোট=	**৪১ টি**	**০৫ টি**	**৪৬ টি**	**১৬ টি**		**১৬ টি**	**৪৫০০.০০**	**৪২৮৭.২৫**	**৪২৮৭.২৫**	**১০০%**	**১০০%**

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ২২১০০০৯০০) এর আওতায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা:

ক্রঃনং	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্প/স্কিমের নাম	প্রকল্প/স্কিম		প্রকল্প/স্কিমের মোট ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১	যোগাযোগ	বান্দরবান গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ - ১(৬১.০০ কিঃমিঃ)	২০০০	২০২৩	১৭০০.০০	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে জেলা ও উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সর্বোপরি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।
২	যোগাযোগ	বাঘমারা হতে বটথলী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৮.০০ কিঃমিঃ)।	২০১৩	২০২৩	৬৫০.০০	ঐ
৩	যোগাযোগ	রোয়াংছড়ি উপজেলার খামতাং পাড়া হতে পাইক্ষ্যং পাড়া হয়ে রুমা রোনিন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ(১০.৫০ কিঃমিঃ)	২০১৪	২০২৩	৭৮০.০০	ঐ
৪	যোগাযোগ	রোয়াংছড়ি উপজেলার নোয়াপতং ইউনিয়নের বাঘমারা পূর্ব পাড়া হতে ম্রখ্যং পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৪.০০ কিঃমিঃ)।	২০১৭	২০২৩	৩০০.০০	ঐ
৫	যোগাযোগ	বান্দরবান সদর উপজেলার কানাপাড়া রাস্তার শেষ অংশ থেকে ভাঙ্গামুড়া পাড়া পযন্ত রাস্তা নির্মাণ (১.০০কি:মি)।	২০১৯	২০২৩	৪৫০.০০	ঐ
৬	যোগাযোগ	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা এলাকায় ব্রীজ নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	৩০০.০০	ঐ
৭	যোগাযোগ	বান্দরবান সদর উপজেলার টানেলের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২০	২০২৩	৬০০.০০	ঐ
৮	যোগাযোগ	রোয়াংছড়ি উপজেলার আলেক্ষ্যং পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	২৫০.০০	ঐ
৯	যোগাযোগ	থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের দলিয়ান পাড়া হতে নাফাকুম ঝর্ণা হয়ে রেমাক্রী বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ(৯.০০ কিঃমিঃ)।	২০২০	২০২৩	১২০০.০০	ঐ

১০	যোগাযোগ	লামা উপজেলার আজিজ নগর ইউনিয়ন ইসলামিয়া মিশন থেকে (মুসলিম পাড়া হয়ে) চৌধুরী হর্টিকালচারেল এষ্টেট পর্যন্ত রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (৫.০০ কি:মি:) ।	২০২০	২০২৩	৪০০.০০	ঐ
১১	যোগাযোগ	লামা উপজেলার কুমারী-লামা-আলীকদম সড়ক হইতে বিছন্যার ছড়া গ্রাম পর্যন্ত ব্রিকসলিং করণ (৩.০০ কিঃমিঃ)।	২০২০	২০২৩	৩০০.০০	ঐ
১২	যোগাযোগ	বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক-লামা সড়কের টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ফুলতলী বাজার হয়ে চিনিপাড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ	২০১৭	২০২৩	১০০০.০০	ঐ
১৩	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার স্টেডিয়ামের গ্যালারীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০২১	২০২৩	১৫০.০০	স্টেডিয়াম গ্যালারী নির্মিত ফলে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার সময় দর্শক সরাসরি উপভোগ করতে সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৪	শিক্ষা	বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয় ভবন সম্প্রসারণ।	২০২০	২০২৩	৫০০.০০	বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনটি সম্প্রসারণ হওয়ায় দুর্গম পাহাড়ী এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার গ্রহণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৫	শিক্ষা	বান্দরবান সদর উপজেলার পুলিশ লাইন স্কুলের ভবন সম্প্রসারণ।	২০২০	২০২৩	২৫০.০০	প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠির শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের ভবনটি সম্প্রসারণ হওয়ায় দুর-দুরান্ত থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা খুব সহজে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৬	ভৌত অবকাঠামো ও পানীয় জল	বান্দরবান সদর উপজেলায় রোয়াংছড়ি বাস টার্মিনাল ভবন নির্মাণ।	২০২০	২০২৩	১৫০.০০	প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে সুশৃঙ্খলভাবে গাড়ী পার্কিং সুবিধা সৃষ্টিসহ যানজট মুক্ত হয়েছে।
		মোট=			**৮৯৮০.০০**	

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় বা ন্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত দুটি স্কিমের বিবরণঃ-

- **স্কিমের নামঃ** বান্দরবান সদর উপজেলায় রোয়াংছড়ি বাস টার্মিনাল ভবন নির্মাণ ।

কাজের গুরুত্ব: বাস টার্মিনালটি নির্মিত হলে রাঙ্গামাটি ও রোয়াংছড়ি উপজেলার যাত্রীদের কষ্ট লাঘব হবে। পর্যটকরা বিভিন্ন পর্যটন এলাকা ভ্রমণে উৎসাহিত হবে। দুর্গম এলাকায় উৎপন্ন কৃষিপণ্য সহজে পরিবহণ করা যাবে। যানবাহন রাখার স্থান সুনিদিষ্ট হওয়ার দরুন বান্দরবান পৌর এলাকায় যানজট হ্রাস পাবে।

ফলাফল : প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সশৃঙ্খলভাবে গাড়ী পার্কিং সুবিধা সৃষ্টিসহ যানজট মুক্ত হয়েছে। সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় পশ্চৎপদ জনগোষ্ঠির কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সেবা সহজে পৌঁছে যাচ্ছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য পরিবহণ সহজতর হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।

উপকারভোগীর সংখ্যাঃ ২০০০ জন (প্রায়)।

উপকারভোগী মতামতঃ বাস টার্মিনালটি নির্মিত হওয়ায় বান্দরবান হতে রাঙ্গামাটি এবং রোয়াংছড়ি উপজেলা গামী যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য উপকারভোগীদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বান্দরবান সদর উপজেলায় রোয়াংছড়ি বাস টার্মিনাল ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানসহ সদস্য মহোদয়গণ।

- স্কিমের নামঃ বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয় ভবন সম্প্রসারণ

কাজের গুরুত্ব: দুর্গম পার্বত্য জেলা বান্দরবানে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সীমিত। বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটি সম্প্রসারিত হলে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের মানুষের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার প্রসারিত হবে।

ফলাফল: বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনটি সম্প্রসারণ হওয়ায় দুর্গম পাহাড়ী এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার গ্রহণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপকারভোগী সংখ্যাঃ ১০০০ জন (প্রায়)।

উপকারভোগী মতামতঃ বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার্থীসহ দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে।

বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয় ভবন সম্প্রসারণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রকল্পসমূহ

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ

স্কিমের মেয়াদঃ ২০২১ খ্রি. - জুন ২০২৩ খ্রি.। স্কিমের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৮. ৫৬ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট অর্থ বিধি মোতাবেক ফেরত দেয়া হয়েছে।

স্কিমের উদ্দেশ্য : তিন পার্বত্য জেলার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো; তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা; তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এতদঞ্চলের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের বিকল্প আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন; নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখা; বিশ্ববাজারে ফ্রিল্যান্সিংয়ের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর নিমিত্ত ফ্রিল্যান্সিংয়ে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে মূল্যবান রেমিটেন্স আয়ের অবদান রাখা; বিদ্যমান কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অনলাইন ভিত্তিক আত্ম-কর্মসংস্থানে উৎসাহ প্রদান; দুই ব্যাচের মোট ৪০ জন শিক্ষিত যুব-যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা; প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

স্কিমের অগ্রগতি

স্কিমের আওতায় ৪০ জন তরুণ-তরুণীকে বেসিক রিফ্রেশাস কোর্স, উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে Search Engine Optimization (SEO), Content Management System (CMS), , Html, CSS, Graphics Design (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator), ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং, অডিও এবং ভিডিও এডিটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ২৬ জন পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তৈরি করতে পেরেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেশ কয়েক জন প্রশিক্ষণার্থী আন্তর্জাতিক মার্কেট প্লেস হতে ডলার ইনকাম করতে পেরেছে এবং অনেকে স্থানীয় মার্কেট হতে আয় করতে পেরেছে। এ ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং সময়ের মধ্যে একক বা দলগতভাবে কাজ সম্পন্ন করা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পেরেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ শীর্ষক সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করেন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

২) রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

এটি বোর্ডের আওতাধীন বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। জুন ১৯৯৫ সালে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হলে নিজস্ব অর্থায়নে রাবার বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা অদ্যাবধি দীর্ঘ ২১ বৎসর পযন্ত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। "উচুঁভূমি বন্দোবস্ড়ীকরণ প্রকল্প রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার কারখানা আধুনিকায়" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৫০ একর পতিত ভূমিতে রাবার চারা লাগানো হয় এবং একটি রাবার কারখানা আধুনিকায়ন করা হয়। প্রকল্পটি অত্যন্ত সফলতার সাথে জুন, ২০১৭খ্রি. সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। প্রকল্পের রাবার চারাগুলো আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে উৎপাদনের যাবে। এই প্রকল্পের লাগানো চারাগুলো উৎপাদনে গেলে রাবার শিল্পের এই প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ফলে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে লাভবান হবে।বর্তমানে সিএমইউ এর অধীন ৪-৫ হাজার একর পতিত ভূমি রয়েছে। এই অবস্থায় উক্ত ভূমিগুলোকে সম্পদে পরিণত করা গেলে এই পার্বত্য অঞ্চল তথা দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এমতাবস্থায়, প্রকল্পটি গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাবার শিল্পকে টিকিয়ে রেখে এই অঞ্চলের বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর হবে। প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই,২০১৭- জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ। ২০২২-২০২৩খ্রিস্টাব্দ অর্থ বছরের বরাদ্দঃ ১৭১.৫৩ লক্ষ।

উদ্দেশ্যঃ-

- উচুঁভূমি বন্দোবস্ড়ীকরণ প্রকল্পের রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিতকরণ;
- রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের উপকারভোগীদের পতিত ভূমিতে রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার;
- রাবার বাগান এলাকায় বসবাসরত সুবিধাভোগী পরিবারবর্গের পানীয় জলের অভাব দূরীকরণে অবকাঠামো উন্নয়ন করে উচুঁভূমি বন্দোবস্ড়ীকরণ প্রকল্পের উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন;
- উপকারভোগীদের পতিত ভূমিতে রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে উপকারভোগীদের ক্ষুধা ও দারিদ্রতা দূরীকরণে সহায়তাকরণ;
- রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও প্রতিস্থাপন করে এবং কারখানার স্থাপনাসমূহ মেরামত করে উন্নত মানের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;

প্রকল্প এলাকাঃ

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর	গোলাবাড়ী, পেরাছড়া, ভাইবোনছড়া ও খাগড়াছড়ি
	মাটিরাঙ্গা	মাটিরাঙ্গা সদর
	দীঘিনালা	বোয়ালখালী ও মেরুং
বান্দরবান পার্বত্য জেল	বান্দরবান সদর	কুহালং, চেমী, রাজভিলা
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	বাঘাইছড়ি	খেদারমারা

কার্যক্রমসমূহঃ-

- ১০০০ একর রাবার বাগান রক্ষণাবেক্ষণ
- রাবার চাষীদের মাঝে টেপিং সামগ্রী বিতরণ
- বান্দরবান সদর উপজেলায় ২টি প্রকল্প গ্রামে ২টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন।

বান্দরবান সদর উপজেলাস্থ রাজবিলা, ৩নং প্রকল্প গ্রামে ডিট টিউবওয়েল স্থাপন কার্যক্রমের একাংশ স্থির চিত্র

৩) পার্বত্য এলাকায় তৈল ফসল (সূর্যমুখী/নতুন সম্ভাবনাময় পেরিলা চাষ) আবাদের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরণ কর্মসূচি

১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি
৩.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০২২ খ্রি. - জুন ২০২৩ খ্রি.
৪.	প্রকল্প এলাকা	:	রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলা, খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও বান্দরবান জেলার বান্দরবান সদর উপজেলা
৫.	মোট বাগানের সংখ্যা	:	১ বিঘা আয়তনের ৩০টি ও ১ একরের ৩০টি সহ মোট ৬০টি সূর্যমুখীর বাগান
৬.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তেলজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণ করা ও আমদানি ব্যয় হ্রাস করা। প্রচলিত শস্য বিন্যাসে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রমাণিত স্বল্পমেয়াদী তেল ফসলের আধুনিক জাত অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান তেল ফসলের (সরিষা, তিল, সূর্যমুখী (পেরিলা), চীনাবাদাম, সয়াবিন) আবাদী এলাকা বৃদ্ধি করা। ব্লকভিত্তিক কৃষক গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তেল ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ এবং টেকসই করা।
৭.	বরাদ্দের পরিমাণ	:	২৫.০০ লক্ষ টাকা
৮.	অগ্রগতি	:	৮৫.২৮%

পার্বত্য এলাকায় তৈল ফসল (সূর্যমুখী/নতুন সম্ভাবনাময় পেরিলা চাষ) আবাদের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব)

৪) পার্বত্য এলাকায় দারিদ্রতা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে চাষ উপযোগী ভুট্টা ফসল জাত সম্প্রসারণ

১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২.	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি
৩.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০২২ খ্রি. - জুন ২০২৩ খ্রি.
৪.	প্রকল্প এলাকা	:	রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলা, খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও বান্দরবান জেলার বান্দরবান সদর উপজেলা
৫.	মোট বাগানের সংখ্যা	:	১ বিঘা আয়তনের ৩০টি ও ১ একরের ৩০টি সহ মোট ৬০টি ভূট্টার বাগান
৬.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	✓ তামাকের পরিবর্তের ভূট্টা চাষে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা ও পাহাড়ী জনগোষ্ঠির পুষ্টির নিশ্চয়তা প্রদান করে। ✓ বাজারে চাহিদা বেশ, দামও ভালো। ✓ পাহাড়ীদের খাদ্য তালিকায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। ✓ পোল্ট্রি খাদ্যের অন্যতম উপাদান হওয়ায় বাজারমূল্য সন্তোষজনক। ✓ ভূট্টার পাতা গোখাদ্য, আর কাণ্ড ও মোচা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ✓ পতিত জমির সদ্ব্যবহার করে পাহাড়ী কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে।
৭.	বরাদ্দের পরিমাণ	:	২৫.০০ লক্ষ টাকা
৮.	অগ্রগতি	:	৬৭.৮৪%

পার্বত্য এলাকায় দারিদ্রতা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে চাষ উপযোগী ভুট্টা ফসল জাত সম্প্রসারণ পরিদর্শন করেন জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব)।

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের কর্মকান্ড বিবরণ

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনিসেফের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে এ্যাকশন রিচার্স হিসাবে শুরু করে। প্রকল্পটি ১৯৮৫-১৯৯৫ মেয়াদে প্রথম পর্যায়, ১৯৯৬-২০১১ মেয়াদে দ্বিতীয় পর্যায় এবং ২০১২-২০১৭ মেয়াদে ৩য় পর্যায় বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়িত প্রকল্পের ধাবাবাহিকতায় এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে ২০১৮-২০২৩ মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার ২৬ টি উপজেলা, ১২২ টি ইউনিয়ন ও ৪৮০০ টি পাড়া। তিন পার্বত্য এলাকার ২,৪২,০০০ পরিবার। ৪৭৪৫০.০০ লক্ষ টাকা (সরকারী অনুদান- ৩৫০৮৭.০০ প্রকল্প সাহায্য- ১২৩৬৩.০০)। প্রকল্পের কার্যক্রম ইতোমধ্যে ৩০ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

সাধারণ উদ্দেশ্য: প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য জেলার অনগ্রসর জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যতা অর্জনের লক্ষ্যে মৌলিক সেবার সুযোগ বৃদ্ধিকরণ এবং তা যথাযথভাবে বিতরন করে মা ও শিশুদের জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন বিষয়ে (পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে) টেকসই ব্যবহারিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- ❖ পার্বত্য এলাকায় শিশু ও তাদের পরিবারের নিকট মৌলিক সামাজিক সেবা সমূহের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরনের জন্য ৫০০০ পাড়াকেন্দ্র নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা।
- ❖ ১,২০,০০০ শিশুদের প্রাক-শৈশব স্তরে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা।
- ❖ ২,০৬,০০০ পরিবারের শিশু, কিশোরী ও মহিলাদের রক্তস্বল্পতা ও পুষ্টি ঘাটতি জনিত সমস্যা প্রতিরোধ করা।

❖ ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির (বৃত্তিমূলক কোর্সসহ) ১২০০ জন শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত করা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ, প্রাপ্তি ও ব্যয়

ক্র:নং	বিবরণ	মোট	সরকারী অনুদান	প্রকল্প সাহায্য
১.	বরাদ্দ	১০২৫৮.০০	৮২৪৫.০০	২০১৩.০০
২.	প্রাপ্তি	৯০৬৫.৫০	৮২৪৫.০০	৮২০.৫০
৩.	ব্যয়	৮৩১৫.৭৮	৭৪৯৫.২৮	৮২০.৫০
৪.	অগ্রগতি	৮১.০৬%	৯০.৯১%	৪০.৭৬%

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

১) ৪৮০ জন মাঠ সংগঠক ও ৪৮০০ জন নিয়মিত ও বিকল্প পাড়াকর্মীর সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

২) ১২০০ জন শিক্ষার্থীর খাদ্য সরবরাহ, পোষাক, শিক্ষা সামগ্রী, শয়ন সামগ্রী, কারিগরী শাখার সরঞ্জামাদি, ৪ টি আবাসিক বিদ্যালয়ের মেরামত ও সংস্কার, সরবরাহ-সেবা ও বিবিধ ব্যয় এবং ১৫৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীদের জুন, ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত বেতন ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

৩) ৯৩,১২৪ জন কিশোরী, দুগ্ধদানকারী ও গর্ভবতী নারীকে প্রতিরোধমূলক স্বাস্‌্য পরিচর্যা বিষয়ক বার্তা, টিকা গ্রহণে সহায়তা ও রেফারেল সেবা প্রদান। ১০টি আপগ্রেডেড পাড়াকেন্দ্রে ৪৫৬ জন নবজাতক, শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতির স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও রেফারেল সেবা প্রদান।

৪) পাড়াকেন্দ্রের ৪২৭ জন কিশোরী লিডার ও সুপারভাইজারকে পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান; কৈশোরকালীন পুষ্টি বিষয়ে তিন জেলায় তিনটি পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা; ৯০০টি কৈশোরকালীন পুষ্টি নির্দেশিকা ও ৯০০টি ওঋঅ সাপি-মেন্টেশন রিপোর্টিং রেজিস্টার প্রতিবেদন মুদ্রন, দুর্গম এলাকার ২২টি ইউনিয়নে ২০,২৪৩ জন শিশুকে জিএমপি কার্ড সরবরাহ ও ভিটামিন এ সাপি-মেন্টেশনে সহায়তা প্রদান। ২৫৯ জন মাঠ সংগঠক ও কর্মকর্তাকে গ্রোথ মনিটরিং ও প্রমোশন সংক্রান্ড় ওরিয়েন্টেশন প্রদান। ৯৩,১২৪ জন কিশোরী, দুগ্ধদানকারী ও গর্ভবতী নারীকে আয়রন বড়ি (আইএফএ) সাপি-মেন্টেশন ও ১৬,৩৫২ জন প্রসূতিকে পোস্টন্যাটাল ভিটামিন এ সাপি-মেন্টেশন।

৫) ৫৩,৭৮৪ জন পাড়াকেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রী ও ১,৬০,০০০ ক্লাবের সদস্যবৃন্দকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা অনুশীলনে বার্তা ও সহায়তা প্রদান। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ধারণা প্রদান।

৬) ৫৩,৭৮৪ জন শিশুকে প্রাক-শিক্ষা প্রদান; ৫৫,০০০ শিশুর প্রারম্ভিক শিখন সংক্রান্ড় মূল্যায়ন কার্ড মুদ্রণ;পাড়াকর্মী সহায়িকা ডিজিটালকরণ সংক্রান্ড় ১টি কর্মশালানুষ্ঠান, শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ বিষয়ে ৬,৫৩২ জন কিশোরকিশোরী, অভিভাবক ও শিক্ষকের অংশগ্রহণে ৩০টি মাপেট শো, ৫,৬৭৫ জন কমিউনিটি সদস্যের অংশগ্রহণে ১৪০টি সংলাপ অনুষ্ঠান এবং ৮৫২টি ফেস্টুন প্রদর্শন।

৭) ১,৬০,০০০ জন কিশোরকিশোরীকে সাপ্তাহিক সেশনের মাধ্যমে জীবনদক্ষতা উন্নয়নমূলক ওরিয়েন্টেশন প্রদান। মাসিক উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ২,৪২,০০০ পরিবারেকে শিশু অধিকার শিশুর জন্ম নিবন্ধনের গুরুত্ব এবং শিশু বিবাহ, শিশু নির্যাতন ও শিশু শ্রম প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনকরণ।

৮) ধর্মীয় গুরুদের অংশগ্রহণে সামাজিক আচরণ পরিবর্দন বিষয়ক ১টি কর্মশালা বাস্তবায়ন; ১টি স্মল স্কেল স্টাডি পরিচালনা, ১টি কিশোর-কিশোরী অভিভাবকদের নিয়ে সম্মেলন, ৩১টি IPT শো প্রদর্শন, ৪৬টি টি সচেতনতামূলক বিল বোর্ড স্‌াপন।

৯) কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৫০০ পাড়াকর্মী ও মাঠসংগঠককে মৌলিক প্রশিক্ষণ, ৪৪০ জন পাড়াকর্মী ও মাঠ সংগঠককে এমআইএস পরিচালনা সংক্রান্ড় এবং ২৫ জন কর্মকর্তাকে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৬ টি উপজেলায় ১২২ টি ইউনিয়নে টহঈঈ, ২৬ উপজেলায় টুঈঈ ও ৩ জেলায় উঈঈ সভা বাস্তবায়ন। ২১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ভাতা, ১৫১ টি কার্যালয়ের মণিহারী, জ্বালানী, অফিস ভাড়া ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক ব্যয় ইউনিসেফ কর্তৃক সরবরাহকৃত ০২ টি জীপের সিডিভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। ২১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ভাতা, ১৫১ টি কার্যালয়ের মণিহারী, জ্বালানী, অফিস ভাড়া ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক ব্যয় জুন, ২০২২ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

০৩/০১/২০২৩খ্রি. তারিখে বান্দরবান সুয়ালক মাঝের পাড়া মডেল পাড়াকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণের একাংশ স্থিরচিত্র

৩০-৫-২০২৩খ্রি. তারিখে রাঙ্গামাটি বাঘাইছড়ি উপজেলাস্থ সুরেন্দ্র লাল পাড়াকেন্দ্রে প্রজেক্ট ওয়ার্ক-প্রারম্ভিক শিখনের একাংশ স্থিরচিত্র

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলাসমূহের পাহাড়ের ঢালে এবং কৃসকদরে বাড়ির আঙনিায় শিমুল তুলা ও ট্রি কটন সম্প্রসারণে চারা উৎপাদন এবং বৃদ্ধিকরণ। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০-২০২৪ পর্যন্ত। মোট ৪৮৪৯.২০ লক্ষ টাকার ব্যয় রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২৬ টি উপজেলায় "পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দ্রারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তিন পার্বত্য জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দশ্যেঃ

- পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে আপল্যান্ড তুলা চাষ সম্প্রসারনরে মাধ্যমে টকেসই কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়নে ধান তুলা আন্তঃফসল , পরিবেশ সম্মত একক তুলা চাষ, উন্নত জুম চাষ তথা আধুনকি মশ্রি ফসলরে চাষ এবং তুলা ভত্তিকি লাভজনক শস্য বন্যিাস বাস্ড়বায়ন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে প্রচলতি জুম চাষ পদ্ধতরি উন্নয়নরে মাধ্যমে কৃষকদরে আয় বৃদ্ধি দ্রারদ্র্যি বমিোচন করা;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহরে কৃষকদরে আয় বৃদ্ধি ও র্আথ-সামাজকি উন্নয়নে আপল্যান্ড তুলার উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণরে জন্য প্রর্দশনী প্লট, তদারকি তুলা চাষ, মাঠ দবিস, চাষী সমাবশে প্রভৃতি বাস্তবায়ন করা
- পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহরে তামাক চাষ এলাকায় তামাকেরপরিবর্তে আপল্যান্ড তুলা চাষ প্রর্বতনরে মাধ্যমে কৃষকদরে স্বাস্থ্য এবং কৃষি পরবিশেরে উন্নয়ন সাধন;
- পাহাড়ী এলাকার কৃষি জমি উন্নয়ন এবং টেকসই ও পরবিশেসম্মত তুলা চাষ প্রর্বতনে ভার্মি কম্পোষ্ট/কম্পোষ্ট সার তরৈী এবং ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহরে কৃষকদরে আপল্যান্ড তুলা চাষরে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে লক্ষ্যে প্রশক্ষিণ, কৃষক মাঠ স্কুল, এবং উদ্বুদ্ধকরণ ট্যুর বাস্ড়বায়ন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহরে তুলা চাষরে কাজে নিয়োজিত র্কমর্কতা এবং র্কমচারীদরে আপল্যান্ড তুলা চাষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে তুলা উৎপাদনকারী দেশসমূহরে এবং দশেরে অভ্যন্তরে প্রশক্ষিণ, স্টাডি ট্যুর, সমে,িনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহরে কৃষকদরে মাঝে আপল্যান্ড তুলার উন্নত বীজরে সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে আপল্যান্ড তুলার মৌলবীজ, ভিত্তি বীজ এবং মানঘোষিত তুলা বীজ উৎপাদন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম জলোসমূহরে কৃষকদরে উৎপাদতি তুলার বীজ গুণগতমান ও ন্যায্য মূল্য নশ্চিতিকল্পে জনিংি এবং বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধন।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

আপল্যান্ড তুলার ব্লক প্রদর্শনী-৪০টি, আপল্যান্ড তুলার জাত প্রদর্শনী-৪০টি, তুলাভিত্তিক শষ্য বিন্যাস প্রদর্শনী-৪০টি, উন্নত পদ্ধতিতে জুম চাষ প্রদর্শনী-৪০টি, আপল্যান্ড তুলার তদারকি চাষ -৭০টি, কেঁচো সার/ভার্মি কম্পোষ্ট-৩৭টি এবং ৪০টি কম্পোষ্ট/কুইক কম্পোষ্ট সার প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে । স্থাপিত প্রদর্শনীর অবস্থা বেশ ভালো ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতি ও জিনিং মেশিন বিতরণ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (২য়-পর্যায়)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

রাঙ্গামাটি, বান্দরবন এবং খাগড়াছড়ি এই তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মোট আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার। খাড়া পাহাড় এবং সরু উপত্যকা সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় উক্ত এলাকাসমূহ অত্যন্ত দূর্গম। উক্ত অঞ্চলসমূহের তিন চর্তুথাংশ জায়গা জুড়ে বিস্তীর্ণ বনভূমি, পর্বতমালা এবং উপত্যকা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তনের মাত্র ৫ শতাংশ চাষ উপযোগী সমতল ভূমি রয়েছে। এখানকার চিরাচরিত কৃষিজ অর্থনীতি জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। পাহাড়ি ভূখন্ড হওয়ায় এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্গম এবং সময়সাপেক্ষ। একারণে দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দূর্গম এলাকাগুলো এখনও আধুনিকীকরণ হতে পিছিয়ে আছে।

বর্তমানে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলার অনেক স্থানই দূর্গম পাহাড়ি ভূখন্ড হওয়ায় এখানে জাতীয় গ্রীড সংযোগ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। একারণে এসব এলাকায় বিদ্যুৎতায়ন করার সবচেয়ে ভাই উপায় হলো গ্রীড বর্হিভূত সোলার ফটোভোল্টাইক হোম ও কমিউনিটি সিস্টেম, যা বিশ্বস্ত, পরিচ্ছন্ন এবং পরিবেশবান্ধব। দূর্গম পাহাড়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগই জুম চাষ এর উপর নির্ভরশীল এবং আর্থিক ভাবে খুবই অসচ্ছল। তাই, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে সোলার হোম/কমিউনিটি সিস্টেম সমূহ বিনামূল্যে প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

ক) পার্বত্য জেলার যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলকে আগামী ২০-২৫ বছরের মধ্যে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব নয়, সোলার ফটোভোল্টাইক সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে সেসব এলাকা বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা।

খ) পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনসাধারনের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিনামূল্যে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ।

গ) উক্ত অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় স্থাপিত পাড়া কেন্দ্র সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহকরণ।

ঘ) উক্ত অঞ্চলের দূর্গম এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্থাপিত স্টুডেন্ট হোস্টেল/ অনাথ আশ্রম/ এতিমখানা ও কমিউনিটি সেন্টার সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহকরণ।

ঙ) নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি।

লক্ষ্যমাত্রা:

ক) ৪০,০০০ টি বাড়িতে ১০০ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন।

খ) ২,৫০০ টি পাড়া কেন্দ্র/ স্টুডেন্ট হোস্টেল/ অনাথ আশ্রম/ এতিমখানা ও কমিউনিটি সেন্টারে ৩২০ ওয়াট-পিক সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন।

গ) ৪২,৫০০ জন উপকারভোগীকে সোলার ফটোভোল্টাইক সিস্টেম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি

একল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপন ২৪,৪০০ সেট, কমিউনিটি সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপন ২৫০০ সেট এবং ২৬,৯০০ জন উপকারভোগদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত।

২৩/০২/২০২২খ্রি. তারিলে বান্দরবান-রুমা উপজেলাস্থ দুর্গম হারমন পাড়া সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করেন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

পার্বত্য অঞ্চলে সবধরণের ফসল চাষাবাদ করা যায় না। অনুন্নত ব্যবস্থাপনার কারণে ফসলের ফলনও কম হয়। ইক্ষু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি নতুন অর্থকরী ফসল। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকয় কৃষির সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এ অঞ্চলে ইক্ষু চাষ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ফসল। ইক্ষু প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন-খরা, অতিবৃষ্টি, ঘন কুয়াশা, ঝড়ো বাতাস ইত্যাদি অবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে পারে। এছাড়াও, ইক্ষুর সাথে সাথী ফসল চাষ করে একই জমি থেকে বছরে দুই-তিনটি অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায়।পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গুড়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদার অধিকাংশই দেশের অন্য এলাকা থেকে এনে পূরণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত ইক্ষুর গুড় উৎপাদন করে এই এলাকার গুড়ের চাহিদা পূরণ ও উদ্বৃত্ত গুড় দেশের অন্যান্য স্থানে সরবরাহ করা সম্ভব। এটি এ অঞ্চলে জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা আনতে সহায়ক হবে। জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৫ খ্রি পর্যন্ত। তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলা। প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫৮০.৮৩ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্যঃ

- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ক্ষতিকর তামাক চাষের বিকল্প হিসাবে এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাতের চিবিয়ে খাওয়া ও গুড় উৎপাদন উপযোগি ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণ করা।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি (যেমন : স্বাস্থ্যসম্মত আখের গুড়, রস, সিরাপ তৈরি, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং এবং বাজারজাতকরণ)।
- বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত সুগারক্রপের (ইক্ষু) উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি সমূহের বিস্তারের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মিষ্টি জাতীয় ফসল (ইক্ষু) এর প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণ জোরদার করা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছারে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন

- ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন- ৩৯০ টি
- ইক্ষু ও সাথী ফসল চাষের উপর প্রশিক্ষণ - ৭৮০ জন কৃষক
- উন্নত পদ্ধতিতে আখের গুড় উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ - ৫৪০ জন কৃষক
- কৃষক মাঠ দিবস আয়োজন - ১৩ টি
- কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন - ৩ টি

২৩-০২-২৩ খ্রি. তারিখে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সৃজিত ইক্ষু প্লট পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি এবং বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ২,০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে ১.০০ একরের ৮০০ টি কফি ও ১,২০০ টি কাজুবাদাম বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫। প্রকল্পের ব্যয় ৪১০৪.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শূরু হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১১০.৫৫ লক্ষ টাকা|

প্রকল্প মেয়াদকালঃ

মূল	শুরু	সমাপ্তি
১ম সংশোধিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	০১/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৪

প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর, নানিয়ারচর, কাপ্তাই, জুরাছড়ি
	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড়
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের মোট ৬৮০ টি বাগানের মধ্যে ৩৯৩ টি কফি ও ২৮৭ টি কাজুবাদাম বাগান সৃজন করা হয়েছে। উপকারভোগীদের মাঝে কফি চারা, কাজুবাদাম চারা, সবজির জন্য ৬৮০ টি বাগানে মাচা তৈরী, ৬৮০ টি বাগানে ঘেরাবেড়া, ৬৮০ টি বাগানে সার, ৬৮০ টি বাগানে কীটনাশক ও বালাইনাশক, ৩০টি পাওয়ার পাম্প, ৬৮০ টি ন্যাপসেক স্প্রেয়ার, ৬৮০টি সিকেচার, ১১৩ টি ফুট স্প্রে মেশিন, ও ৬৮০ টি বাগানের আন্ড়:পরিচর্যার উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয় এবং ০২ টি ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষকদের প্রশিক্ষণে বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (রাষ্ট্রদূত অবঃ) জনাব সুপ্রদীপ চাকমা বক্তব্য রাখছেন।

(৬) বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৭৪৯.০০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ৪,০৪,০৭৯ জন। এখানে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ১১ টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বসবাস। জেলার মোট আয়তনের ৯০% এলাকা জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ বনভূমি। শঙ্খ বা সাংগু, মাতামুহুরী এবং বাঁক খাল এ জেলার প্রধান নদনদী। দেশের সর্বোচ্চ শৃংগগুলোর অধিকাংশই এ জেলায় অবস্থিত। এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক হ্রদ বগালেক। এছাড়াও রয়েছে ছোট ছোট জলপ্রপাত। বান্দরবান পৌর এলাকার আয়তন ৩২.৫৫ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা প্রায় ৪১,৪৩৪ জন। বান্দরবান পৌরসভার মধ্য দিয়ে সাংগু নদী প্রবাহিত হয়েছে। লামা পৌর এলাকার আয়তন ১৩.৮৭ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা প্রায় ১৯০১৪ জন। লামা পৌরসভাকে ঘিরে প্রবাহিত হয়েছে মাতামাহুরী নদী। বান্দরবান ও লামা পৌর এলাকায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ফলে পৌর এলাকা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না। বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার কারণে সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনাতে পানি ঢুকে পড়ে। ফলে কাজ-কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। বান্দরবান এবং লামা পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, বান্দরবান এবং লামা পৌর এলাকা পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর রাখা। তাছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনা বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা। এই অঞ্চলের বিদ্রোহের সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্থ হয় যার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এলাকার অনপ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নসহ সামগ্রিক এলাকার উন্নয়ন বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা এবং লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর,২০২৩ পর্যন্ত। **প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৪৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা।**২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ** ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ১৬৯৪.৯২ লক্ষ টাকা।**২০২১-২০২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ** ১৯৯৪.৯২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৭% ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান ও লামা পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনা বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা। তাছাড়া পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

২০২২-২০২৩অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অধীনে আর.সি.সি ড্রেইন (১.৫০×১.৫০)=৬৩৬৬.২১ মিটার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **প্রকল্প এলাকা:** বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভা। **উপকারভোগী সংখ্যা** প্রায় ১৩০০০টি পরিবার। বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান ও লামা পৌর এলাকায় মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পৌর এলাকাগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনাসমূহ বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা এবং পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম।

বান্দরবান পৌরসভায় ০১নং ওয়ার্ডের বান্দরবান বালাঘাটা শৈলশোভা আবাসিক এলাকার প্রধান সড়কের ড্রেইনসহ কভার স্ল্যাব নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয়।

(৭) বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩২৩৭০০) শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ-

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৭৪৯..০০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ৪,০৪,০৭৯ জন। এখানে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি **১১** টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বসবাস। জেলার মোট আয়তনের ৯০% এলাকা জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। দেশের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলোর অধিকাংশই এ জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ফলে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা ও সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানো অত্যন্ত কষ্টকর। অপরপক্ষে এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল আধার। প্রকল্পভুক্ত উপজেলাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে সবজি, ধান, ভুট্টা, কলা, পেঁপে, লেবু, পেয়ারা, আম আনারস উৎপাদন হয়ে থাকে। পর্যাপ্ত সেচ সুবিধার অভাবে একমাত্র বর্ষা নিভর হওয়ায় বৎসরে আউশ ও আমন দুটি ফসল উৎপাদিত হয়না বিধায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন সম্ভবপর নয়। প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাবনার বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় সেচ ড্রেইন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।**মেয়াদকালঃ** জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। **প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৪৯৮০.০০ লক্ষ টাকা।**২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ** ২৬৫৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ২৫৯৮.৪০ লক্ষ টাকা। **উপকারভোগী সংখ্যাঃ** প্রায় ২০০০০টি পরিবার।**২০২০-২০২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ** ৪৯২৫.৪০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৯০% । ইতোমধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার প্রায় ৫০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসবে; ফলে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রায় ২০০০০ পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্প এলাকা: বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা।

২০২২-২০২৩অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৭.৯৪%। শুরু হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অধীনে সেচ ড্রেইন=৩৭২৭১.২৫ মিটার, বাঁধ=২৫০.০০ মিটার, পাম্প হাউস=৫৪৬.০০ বর্গমিটার, পাওয়ার টিলার (১২HP)=১৫টি, কম্বাইন হারবেস্টর (৮৮HP)=০৫টি, ৪-সিলিন্ডার ইঞ্জিন-(৫০HP)=১২টি, সিঙ্গেল সিলিন্ডার ইঞ্জিন (২৫HP)=২৭টি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তাঃ** বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় জমি সেচ সুবিধা মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় কৃষকদের মধ্যে কম্বাইন্ড হারবেস্টার বিতরণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

(৮) বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ- ১ম সংশোধিত

রোয়াংছড়ি ও রুমা বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত এ দুটি উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নাজুক, এ দুই উপজেলার জনসংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। এখানে বাঙ্গালিসহ ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও জাতিসত্তার বসবাস। নাজুক যোগাযোগ ব্যবস্থা কারণে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ। সরকারি ও বেসরকারি সেবাসমূহ এই প্রত্যন্ড় অঞ্চলে দুরূহ। ভৌগোলিকভাবে দূর্গম এই উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। প্রস্ড়াবিত সড়কটি নির্মিত হলে রোয়াংছড়ি উপজেলা হতে বান্দরবান সদর হয়ে রুমা উপজেলার দূরত্ব ৭৪.০০ কি:মি:। উক্ত রাস্ড়াটি নির্মিত হলে রোয়াংছড়ি থেকে রুমার দূরত্ব ২২.০০ কি:মি: এ দাঁড়াবে এতে সময় এবং দূরত্ব কমবে। কারণ রুমা হতে রোয়াংছড়ি উপজেলায় যাতায়াতের জন্য বান্দরবান সদরে আসার প্রয়োজন হবে না। প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা।

মেয়াদকালঃ অক্টোবর ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ড়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ ১১২৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ১১২৯.০০ লক্ষ টাকা।২০১৮-২০২৩ অর্থ বছর পর্যন্ড় ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ৬০২২.১০ লক্ষ টাকা (আর্থিক ৯৩.৪৪% ও বাস্ড়ব ৯৫%)। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুসারে প্রকল্পের বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন ঘটিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো।

গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তাঃ সড়কটি নির্মিত হলে রোয়াংছড়ি উপজেলা হতে বান্দরবান সদর হয়ে রুমা উপজেলার দূরত্ব ৭৪.০০ কি:মি:। উক্ত রাস্ড়াটি নির্মিত হলে রোয়াংছড়ি থেকে রুমার দূরত্ব ২০.০০ কি:মি: এবং প্রায় ৩ ঘন্টা সময়ও কমবে। অর্থাৎ ৫৪.০০ কি:মি: দূরত্ব কমবে। কারণ রুমা হতে রোয়াংছড়ি উপজেলায় যাতায়াতের জন্য বান্দরবান সদরে আসার প্রয়োজন হবে না। তেমনি রোয়াংছড়ি হতে রুমা উপজেলায় যাতায়াতের জন্য বান্দরবান সদরে আসার প্রয়োজন হবে না।

পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়ত অপরীসীম। উপকারভোগী সংখ্যাঃ সড়কের আশে-পাশে ০৩টি ইউনিয়ন ও ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পাড়া রয়েছে। এ পাড়াগুলোতে প্রায় ৫০০টি পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি ১০০%। মাটির কাজ=৬৬৯৯৬.৯২ ঘ:মি: , ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট=৩.২৫ কি:মি:, ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট (ম্যাকাডম)=১.৫০ কি:মি:, রিজিড পেভমেন্ট=১৭৯.৯০০ মিটার, কালভার্ট=২১.৯৪ মিটার, ড্রেইন =৭৭৭৪.৬১ মিটার, আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল=১৬৮.৫০ মিটার, ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল=৭০৪.০৪ মিটার, সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল(স্ট্রিট লাইট)=১০০টি, আর.সি.সি থ্রো স্ল্যাব ডিজাইন=২৪.৬২ মিটার, আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ=৩৫.০০ মিটার, আর.সি.সি আউটলেট ড্রেইন=১২০.০০ মিটার, জিও টেক্সটাইল ও জিও ব্যাগ=৭৯৫৩.২৬ বর্গমিটার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয়।

(৯) বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প

রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের বেতছড়া ও বৈদ্যপাড়া এলাকায় সাঙ্গু নদীতে প্রস্ড়াবিত ব্রীজ ও রাস্ড়া নির্মাণ করে প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) লোকের যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন। বান্দরবান-রুমা-থানচি সড়কের সাথে বৈদ্যপাড়া, কাইন্ড়ারমুখ পাড়া ও পাগলাছড়া হয়ে রোয়াংছড়ি সদরের সাথে সংযোগ স্থাপন। থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় সাঙ্গু নদীতে এবং থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় জ্ঞানলাল পাড়া সংলগ্ন সোনাখালের উপর প্রস্ড়াবিত ব্রীজ নির্মাণ করে প্রায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) লোকের যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন। থানচি-বান্দরবান সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থানচি উপজেলা সদর, রুমা বগালেক সড়ক এবং বান্দরবান জেলা সদরের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০১৯ খ্রিঃ থেকে জুন ২০০২৪ পর্যন্ড়। প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ সং-৭১৫০.০০ লক্ষ টাকা।২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ ১০২০.০০ লক্ষ টাকা এবং ১০২০.০০ লক্ষ টাকা।২০১৯-২০২৩ অর্থ বছর পর্যন্ড় ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ৪৪৯২.০০ লক্ষ টাকা (আর্থিক-৬২.৮২% ও বাস্ড়ব-৮৩.০৬%)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, থানচি ও রুমা উপজেলায় ০৭টি ইউনিয়নের ১১টি ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী এবং বাঙ্গালীসহ প্রায় ৪৫,০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার) মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন। ৩৩৯.৮৭২ মিটার পি.সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ, ৮০.০০ মিটার আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ, ২০.০০ মিটার আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ, ৫.০০ কি:মি: ব্রীক পেভমেন্টের এবং ৭০.০০মিটার আর.সি.সি র‍্যাম্প (জধসঢ়) এর কাজ সম্পাদন।

গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তাঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম।বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়ত অপরীসীম।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্ড়বায়ন অগ্রগতিঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি ১০০%। ১. পিসি গার্ডার ব্রীজ=৬৫.০০ মিটার, ২. আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ=১২.০০ মিটার, ৩. মাটির কাজ=০.০০ মিটার, ৪. ব্রীক পেভমেন্ট=০.৮০ কি.মি., ৫. কালভার্ট=৭.৫০ মিটার, ৬. ড্রেইন (এল/ইউ/ক্রস)=৩৮৫.০০ মিটার, ৭. আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল=৪১.০০ মিটার, ৮. ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল=১২৫.০০ মিটার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুসারে প্রকল্পের বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি ১০০%। উপকারভোগী সংখ্যাঃ প্রায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) পরিবার।

থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের জ্ঞানলাল পাড়া সংলগ্ন সোনাই খালের উপর আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজের ছবি। (দৈর্ঘ্য: ৮০.০০ ও প্রস্থ: ৬.৮৮মি:)

(১০) বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-২য় সংশোধিত (প্রকল্প কোড নং ২২৪০৯৫৮০০) শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ-

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে বান্দরবান অন্যতম। এর মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এখানে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠির পাশাপাশি ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বসবাস। এ জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের টানে এখানে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক দেশী-বিদেশী পর্যটকের সমাগম ঘটে। কিন্তু দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে এ এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিম্নতর পর্যায়ে। সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছার প্রায় দুরূহ ব্যাপার। সে প্রক্ষিতে উক্ত জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। মেয়াদকালঃ অক্টোবর'২০১৬ হতে জুন' ২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ মূল-৬৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত-৭০৭৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ ৯৮০.০০ লক্ষ টাকা এবং ৯৮০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-২০২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ৭০৭৮.০০ লক্ষ টাকা (আর্থিক-১০০% ও বাস্তব-১০০%)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো-বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ৫২৮০ পরিবারের জীবন-মান উন্নয়ন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। ১. মাটি কাটা=২০৯৮৬.৬৪ ঘ:মি:, ২. মাটি ফিলিং=৬৩৩.৭৫ ঘ:মি:, ৩. এইচ.বি.বি সড়ক=৭.৫৯ কি:মি:, ৪. সেতু=৪.৬৫ মিটার, ৫. কালভার্ট=৪৯.৪৪ মিটার, ৬. ড্রেইন=৭৫০৯.২৬ মিটার, ৭. আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল=১৫৯.৭৬ মিটার, ৮. ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল=১৮১.২২ মিটার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উপকারভোগী সংখ্যাঃ প্রায় ৫,২৮০ পরিবার। গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তাঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম। বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০%।

কচ্ছপতলী সড়কের লাপাইগয় পাড়া হতে সাধু হেডম্যান পাড়া সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনকালীন ছবি।
(প্রকল্প ব্যয়: ১০২০.৮৫ লক্ষ টাকা, রাস্তার দৈর্ঘ্য: ৭.০০ কি:মি.)

Activate Windo
Go to Settings to act

(১১) খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার আয়তন ১৩.৫০ বর্গ কি:মি: এবং ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। পৌর এলাকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এলাকা মূলত নিচু কৃষি জমি। কিন্তু শহরের ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার চাপের কারণে নগরায়ন উক্ত নিচু জমি পর্যন্ত বিস্তৃত। শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে খরস্রোতা চেঙ্গী নদী। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমী খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার দক্ষিণ পূর্বাংশের এবং দক্ষিণ পশ্চিমাংশের অধিকাংশ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যায়। শহরের আলুটিলার মত বিস্তীর্ণ এলাকার বৃষ্টির পানি শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে চেঙ্গী নদীতে পতিত হয়। কিন্তু উক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন মূলত রাংগাপানি ও মহালছড়া নামক ছড়ার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু উক্ত ছড়া দুইটি পুরো শহরে প্রবাহিত বৃষ্টির পানি প্রবাহের চাপের কারণে সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন সম্ভব হয় না। ফলে দেখা যায় বন্যা ও জলাবদ্ধতা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : (ক) সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা এবং ফসল বন্যারকবল থেকে রক্ষা করা (খ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুষ্ক মৌসুমে প্রকল্প এলাকার কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান এবং কৃষি জমি ও ফসল হানির ক্ষয়ক্ষতি রোধ (গ) খাগড়াছড়ি পৌর এলাকা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্প মেয়াদকাল জুলাই,২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৩খ্রি. তারিখে সমাপ্ত। প্রকল্প এলাকা : খাগড়াছড়ি সদর। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয় : বরাদ্দ- ১২৯৭.১০ লক্ষ টাকা, ব্যয়- ১২৯৭.১০ লক্ষ টাকা।২০২২-২৩ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ : বরাদ্দ অনুসারে অগ্রগতি ১০০%। উপকারভোগী সংখ্যা : খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার জনসাধারণ। ২০২২-২০২৩অর্থবছরে ১৪৮৬.০৩ মিটার দীর্ঘ মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ।

(১২) পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের ধারনা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাট আয়তন ২৬৯৯.৫৬ বর্গ কিলোমিটার। অন্য দুটি পার্বত্য জেলার তুলনায় এ জেলার লোকসংখ্যার ঘনত্ব বেশী। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মাটিরাংগা ও মানিকছড়ি উপজেলার সমতল ভূমির ন্যায় প্রচুর উর্বর কৃষি জমি বিদ্যমান। উক্ত দুইটি উপজেলার অধিকাংশ জনগণ অনেকটা কৃষি নির্ভর। এখানে প্রচুর পরিমাণে সবজী, ধান, ভূট্টা, কলা, পেঁপে, লেবু পেয়ারা, আনারসসহ বিভিন্ন মৌসুমে উদ্যান ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে। পর্যপ্ত সেচ সুবিধার অভাবে একমাত্র বর্ষা নির্ভর হওয়ায় বৎসরে আউস, আমন দুটি ফসল উৎপাদিত হয়না বিধায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন সম্ভবপর হয়না।

৫। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :(ক) শষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা প্রদান।
(খ) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।

২০২২-২০২৩অর্থবছরে অগ্রগতি

প্রকল্প এলাকা : মানিকছড়ি উপজেলা, মাটিরাংগা উপজেলা। মেয়াদকাল : সেপ্তেম্বর, ২০২০ - জুন, ২০২৪খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হবে। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৮৮১.৪২ লক্ষ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয় : বরাদ্দ- ২১৭২.৬০ লক্ষ টাকা, ব্যয়- ২১৭২.৬০ লক্ষ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ : বরাদ্দ অনুসারে অগ্রগতি ১০০%। উপকারভোগী সংখ্যা : ৩০,০০০ পরিবার। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৭৫০০.০০ মিটার সম্পন্ন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এর খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মান এর আওতায় মাটিরাংগা উপজেলায় গোমতি ইউনিয়নে সেচ ড্রেইন নির্মাণ।

(১৩) রাঙ্গমাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:	রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি, বিশেষ করে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষিপণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এর ফলে জেলায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও জনগণের জীবনমান উন্নত হবে।
মেয়াদকাল:	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:	১. পার্বত্য চট্টগ্রামের রাংগামাটি জেলার দশটি উপজেলায় প্রায় ৫,০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা ২. ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ ও পাম্প সরবরাহ করে ফসলি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা। ৩. কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জেলার খাদ্য ঘাটতি হ্রাস করা ৪. কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
প্রকল্প এলাকা:	রাঙ্গামাটি সদর, নানিয়ারচর, কাপ্তাই, রাজস্থলী, কাউখালী, বাঘাইছড়ি, লংগদু, জুরাছড়ি, বরকল ও বিলাইছড়ি।
প্রাক্কলিত ব্যয়:	৪৬৩৯.৭৭ লক্ষ
২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ: ও ব্যয় বিবরণ	১২৭.৫০ লক্ষ
২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত: কার্যক্রমের অগ্রগতি	১০০০.০০ মিটার সেচ ড্রেইন

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ কার্যক্রমের একাংশ স্থির চিত্র

২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণ:

ক্র.নং	খাত	বিবরণ	মোট পরিমাণ/সংখ্যা	
০১।	**যোগাযোগ :**	পাকা রাস্তা (এইচিবিবি)	রাঙ্গামাটি	৫৫.৬০ কি.মি.
			খাগড়াছড়ি	৭৯.২১ কি.মি.
			বান্দরবান	৮৫.৬৬ কি.মি.
		মোট=		৪২০.৪৭ কি. মি.
		রাঙ্গামাটি জেলায় মাটির রাস্তা		৭০.৬৭ কি.মি.
		বান্দরবান জেলায় মাটির রাস্তা		১৮.০০ কি.মি.
		মোট=		৮৮.৬৭ কি.মি.
		বান্দরবান পিচ ঢালা রাস্তা		৫৭.৫০ কি.মি.
		পাকা ব্রিজ	রাঙ্গামাটি	৮১০.০০ মিটার
			খাগড়াছড়ি	৩৪৮.৪৯ মিটার
			বান্দরবান	১০৪৬.০৫ মিটার
		মোট=		২২০৪.৫৪ কি. মি.
		কালভার্ট	রাঙ্গামাটি	১৬৫.০০ মিটার
			খাগড়াছড়ি	১৪৯.৫৪ মিটার
			বান্দরবান	৩৪৯.০০ মিটার
		মোট=		৬৬৩.৫৪ মিটার
০২।	**কৃষি :**	পাওয়ার টিলার	রাঙ্গামাটি	০৬টি
			খাগড়াছড়ি	-
			বান্দরবান	৭৯টি
		মোট=		৮৫টি
		পাম্প মেশিন	রাঙ্গামাটি	-
			খাগড়াছড়ি	-
			বান্দরবান	৬৫টি
		মোট=		৬৫টি
		ধান মাড়াই কল	রাঙ্গামাটি	-
			খাগড়াছড়ি	-
			বান্দরবান	৮০টি
		কমবাইন হার্ভেস্টার		৪টি
		সেচ নালা/ড্রেন নির্মাণ	রাঙ্গামাটি	৫০০.০০ মিটার
			খাগড়াছড়ি	৪০০০.০০ মিটার
			বান্দরবান	২৪৫৪৮.২৯ মিটার
		মোট=		২৯০৪৮.২৯ মিটার
		বাঁধ নির্মাণ	বান্দরবান	৪৫০.০০ মিটার
০৩।	**শিক্ষা:**	বিদ্যালয় ভবন	রাঙ্গামাটি	৪৫৪৫.০০ বর্গ মিটার (সংখ্যা- ২৭টি)

ক্র.নং	খাত	বিবরণ		মোট পরিমাণ/সংখ্যা
			খাগড়াছড়ি	৭৩৪৯.০০ বর্গ মিটার (সংখ্যা-৬৪টি)
			বান্দরবান	১৯৪৬৯.৯৬ বর্গ মিটার (সংখ্যা-১০৭ টি)
		মোট=		৩১৩৬৩.৯৬ বর্গ মিটার (সংখ্যা-১৯৮টি)
			বিশ্ববিদ্যালয়	৪১৮০.০০ বর্গ মিটার (১টি)
		শিক্ষাবৃত্তি প্রদান:		তিন পার্বত্য জেলায় ১৫,৫৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। তবে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হতে ২ কোটি বরাদ্দ রেখে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
০৪।	**স্বাস্থ্য :**		হাসপাতাল নির্মাণ	১৬৭২.২০ বর্গ মিটার (১টি)
০৫।	**ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পরিমান :**	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	রাঙ্গামাটি	৪৭০০.০০ বর্গ মিটার (সংখ্যা - ৩২টি)
			খাগড়াছড়ি	১১২০৫.০০ বর্গ মিটার (৮২টি)
			বান্দরবান	২১৭২৬.৫৮ বর্গ মিটার (১১৬টি)
			মোট=	৩৭৬৩১.৫৮ বর্গ মিটার
		সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	কমিউনিটি সেন্টার	৩২৫৫.৩৪ বর্গ মিটার (২০টি)
			ক্লাব ঘর	৯৫০.০০ বর্গ মিটার (৯টি)
			সমিতি ঘর	৩৩৬০.০০ বর্গ মিটার (৩১টি)
			অবকাঠামো উন্নয়ন	১৯৭৫.০০ বর্গ মিটার (৫টি)
			পর্যটন	১৯৬.০০ বর্গ মিটার (২টি)
০৬।	**পানীয় জল সরবরাহের কার্যক্রম (অন্যান্য):**	জিএফএস	রাঙ্গামাটি	০২টি
		জিএফএস	বান্দরবান	৩৬টি
		মোট=		৩৮টি
		টিউবওয়েল	রাঙ্গামাটি	-
			খাগড়াছড়ি	১০টি
			বান্দরবান	-
		মোট=		১০টি
		ডিপ টিউবওয়েল	রাঙ্গামাটি	-
			খাগড়াছড়ি	১টি
			বান্দরবান	-
			মোট=	১টি

০৭।	**নারী উন্নয়ন, আয়বর্ধক কর্মকান্ড, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন**	**১। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের পার্বত্য এলাকায় শিশু ও তাদের পরিবারের নিকট মৌলিক সামাজিক সেবা সমূহের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণের জন্য ৪৮০০ পাড়াকেন্দ্র নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। ১,২০,০০০ শিশুদের প্রাক-শৈশব স্তরে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ২,০৬,০০০ পরিবারের শিশু, কিশোরী ও মহিলাদের রক্তস্বল্পতা ও পুষ্টি ঘাটতি জনিত সমস্যা প্রতিরোধ করা হয়েছে। ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির (বৃত্তিমূলক কোর্সসহ) ১২০০ জন শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের শিশু ও নারী উন্নয়নের উর্ধ্বমূখী পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্থানীয় সম্পদ সমাবেশ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশীদারিত্ব অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সেবা বিতরকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে ৫,৬৭৯ জনের কর্মসংস্থান হয় এবং প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করার জন্য ডিপিপি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২। **পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প:** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্পের উপকারভোগী ১৩০০০ জনকে সর্বমোট ৩০৫৫০০০টি বাঁশের চারা বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ছিল জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ২৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সমাপ্ত হয়। **৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প:** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্পের আওতায় ৫২০টি ডেইরি শেড স্থাপন, ৫২০টি গাভী বিতরণ, ৫২০ জন কৃষককে গাভী পালনের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫২০টি Fodder plot তৈরি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ছিল জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে উক্ত প্রকল্পটি ৪৫৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সমাপ্ত হয়। **৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ প্রকল্প:**

		এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ৩ পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন আছে। তিন পার্বত্য জেলায় মোট ২,০৮০ টি ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩২ টি প্লট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯৭১টি প্লটের স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। **৫। <u>পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প</u>:** এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের সময় জুলাই-২০২০ হতে জুন-২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ২,০০০ কৃষক পরিবারকে অন্তর্ভূক্ত করে ১.০০ একরের ৮০০ টি কফি ও ১,২০০ টি কাজুবাদাম বাগান সৃজনের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম তিন পার্বত্য জেলার মোট ১২ টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পে ১.০০ একর করে ৮০০টি কফি ও ১,২০০ টি কাজুবাদাম বাগান সৃজনের মাধ্যমে ২,০০০ পরিবারের আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। কফি ও কাজুবাদাম চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২,০০০ কৃষকের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫০০ জন কৃষকের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ এবং ২০০ জন উদ্যোক্তাকে উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, ১০টি GFS ও ১২ টি পানির উৎস ও ১৫ টি ড্রিপ ইরিগেশন সৃষ্টির মাধ্যমে পানি সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। রাসায়নিক সার কমাতে ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় পর্যাপ্ত জৈব সারের যোগান দিতে ভার্মিকম্পোষ্ট উৎপাদন, আয়বর্ধক আন্ত:ফসল চাষ, দুই পাহাড়ের মাঝে বাঁধ নির্মাণ করে সেচ ও মাছ চাষ। প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৪৩৫টি কফি বাগান ও ৪২৯টি কাজু বাদামের বাগান সৃজন করা হয়েছে। **<u>৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প</u>:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন "পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পটি রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার ২৬ উপজেলার কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে আপল্যান্ড তুলার চাষ সম্প্রসারণে কাজ চলমান রয়েছে। পার্বত্য জেলাসমূহের পাহাড়ের ঢালে একক তুলা চাষ, ধান-তুলা আন্তঃফসল, উন্নত পদ্ধতিতে জুমচাষ তথা আধুনিক মিশ্র ফসলের চাষ এবং তুলাভিত্তিক শস্য বিন্যাস, কৃষকদের বাড়ির আঙ্গিনায় শিমুল তুলা রোপন, ভার্মি কম্পোস্ট ও কুইক কম্পোস্ট সার তৈরি প্রভৃতি কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পটি মেয়াদ জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের কার্যক্রম সর্বমোট ৯৫৪০টি প্লট প্রদর্শনী করা হবে এবং এমধ্যে ১,১৬৩টি প্লট প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। **<u>৭। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ</u>:** তিন পার্বত্য জেলায় মোট ৫০,৮৯০ সেট সোলার হোম সিস্টেম ও ৫,৩১৪ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপন করা হয়েছে। **<u>৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প</u>:** পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় ১.৫ একরের মোট ২৫০০ জন এবং ০.৭৫ একরের মোট ২৫০০ জন কৃষক নির্বাচন করে ৫০০০টি মিশ্র ফলের বাগান সৃজন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ছিল জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত। এ প্রকল্পটি ৬৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে। **<u>৯। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যে মসলা চাষ প্রকল্প</u>:** পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় ২৬০০টি উচ্চ মূল্যের মসলা বাগান সৃজন এবং ২৬০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ছিল অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ৩৪৮৭.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে।
০৮।	**তথ্য প্রযুক্তি**	**পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও <u>আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ শীর্ষক স্কিম</u>:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যাঞ্চলের বেকার যুবক-যুবমহিলা ও আগ্রহী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ ও আউটসোর্সিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৩০০ জন বেকার যুবক-যুবমহিলাকে কম্পিউটার বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২৩ মেয়াদে আরো ৪০ জন বেকার যুবক-যুবমহিলাকে সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, এ্যাফিলিয়েট মার্কেটি, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেমন, গ্রাফিক্স, অডিও-ভিডিও, এ্যানিমেশন, ওয়েবসাইট ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট, মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার এবং আউটসোর্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ স্কিমটি ৩০ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এ ধরণের স্কিমের কার্যক্রম বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন করে ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.নং	খাত	বিবরণ	মোট পরিমাণ/সংখ্যা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মকান্ডের স্থিরচিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে সার, বীজ ও কীটনাশক বিতরণ করেন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্তি সচিব)।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং উপকারভোগী কৃষকের সাথে বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (রাষ্ট্রদূত অবঃ) জনাব সুপ্রদীপ চাকমা প্রকল্প কার্যক্রমের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্থায়নের নির্মিত বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (রাষ্ট্রদূত অবঃ) জনাব সুপ্রদীপ চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় বিভিন্ন শ্রেণী কক্ষ পরিদর্শন ও শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (রাষ্ট্রদূত অবঃ) জনাব সুপ্রদীপ চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় বিভিন্ন শ্রেণী কক্ষের শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (রাষ্ট্রদূত অবঃ) জনাব সুপ্রদীপ চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার কৃষি বিষয়ক সমাজকল্যাণ সমিতি এবং উপকারভোগীদের মাঝে ৩টি পাওয়ার টিলা এবং সেচ পাম্প মেশিন বিতরণ করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (রাষ্ট্রদূত অবঃ) জনাব সুপ্রদীপ চাকমা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাস্থা কাউখালী উপজেলার দুর্গম কচুখালী পাড়া রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক স্কিমের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (রাষ্ট্রদূত অবঃ) জনাব সুপ্রদীপ চাকমা।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন মিলন বিহারের দেশনা ঘর নির্মাণ এর ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (রাষ্ট্রদূত অবঃ) জনাব সুপ্রদীপ চাকমা।

বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।

দীঘিনালা উপজেলাধীন বাবুছড়া কলেজ ভবন নির্মাণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলকে মিউজিক্যাল সামগ্রী বিতরণ

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় বাটনাতলী ইউনিয়নে বোর্ডের আওতাধীন সেচ ড্রেইন প্রকল্প পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।

খাগড়াছড়ি জেলার ২নং কমলছড়িতে বোর্ডের আওতাধীন পার্বত্য এলাকায় তৈল ফসল (সূর্যমূখী/নতুন সম্ভাবনাময় পেরিলা চাষ) আবাদের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরণ কর্মসূচী পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা ।

সদর উপজেলাধীন বনভান্তের স্মৃতি মন্দির ধারক দেওয়াল ও মাঠ আরসিসিকরণ।

খাগড়াছড়ির জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় ছদুরখীল হেডম্যান পাড়ার টেকসই সামাজিক প্রকল্পের পাড়া কেন্দ্র পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমা।